গাজায় ত্রাণবাহী ট্রাক আটকে দিচ্ছে ক্ষুধার্ত ফিলিস্তিনিরা

সারে-জমিন

নিম্নমানের সামগ্রীতে রাস্তা, কাজ রুখল গ্রামবাসীরা

রূপসী বাংলা

উচ্ছিষ্ট দিয়ে কাপড়ে লিখে আর্তি ছিল নিহত জিম্মিদের

সম্পাদকীয়

ইতিহাসে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার কৌশল

স্টাডি পয়েন্ট

ক্লাব বিশ্বকাপ ২০২৫: সরাসরি খেলবে সিটি, রিয়াল ও চেলসি

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
১৯ ডিসেম্বর, ২০২৩
২ পৌষ ১৪৩০
৫ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 341 ■ Daily APONZONE ■ 19 December 2023 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

বারাণসীর আদালতে সিল করা খামে পেশ হল জ্ঞানবাপি মসজিদের সমীক্ষা রিপোর্ট

আপনজন ডেস্ক: ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষক সংস্থা (এএসআই) সোমবার বারাণসী জেলা আদালতে জ্ঞানবাপি মসজিদ কমপ্লেক্সের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা প্রতিবেদন একটি সিলকরা কভারে জমা দিয়েছে।

জ্ঞানবাপি মসজিদ চত্বরের সমীক্ষা প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য আদালত এএসআইকে সময় দেওয়ার এক সপ্তাহ পরে এই রিপোর্ট পেশ হল।

এর একটি অনুলিপি শীর্ষ আদালতেও প্রেরণ করা হবে।

হিন্দু পক্ষের আইনজীবী মদন মোহন যাদব বলেন, এএসআই আজ বারাণসী জেলা আদালতে তাদের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।

এএসআই কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের পাশে অবস্থিত জ্ঞানবাপি প্রাঙ্গণে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা চালাচ্ছিল, যাতে সপ্তদশ শতাব্দীর মসজিদটি কোনও হিন্দু মন্দিরের পূর্ব-বিদ্যমান কাঠামোর উপর নির্মিত হয়েছিল কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য। এলাহাবাদ হাইকোর্ট বারাণসী জেলা আদালতের আদেশ বহাল রেখে রায় দেয় যে এই পদক্ষেপটি “ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনীয়” এবং বিরোধের হিন্দু ও মুসলিম উভয় পক্ষকেই উপকৃত করবে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের আদেশের পর জ্ঞানবাপি কমিটি এই আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। গত ৪ অগাস্ট এএসআই-র সমীক্ষা নিয়ে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করতে অস্বীকার করে শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ এএসআই-কে সমীক্ষার সময় কোনও আক্রমণাত্মক কাজ না করতে বলেছিলেন।

অন্যদিকে, বারাণসী আদালত জানিয়েছে, প্রয়োজনে খনন কাজ করা যেতে পারে।

আখেরি মুনাজাত...

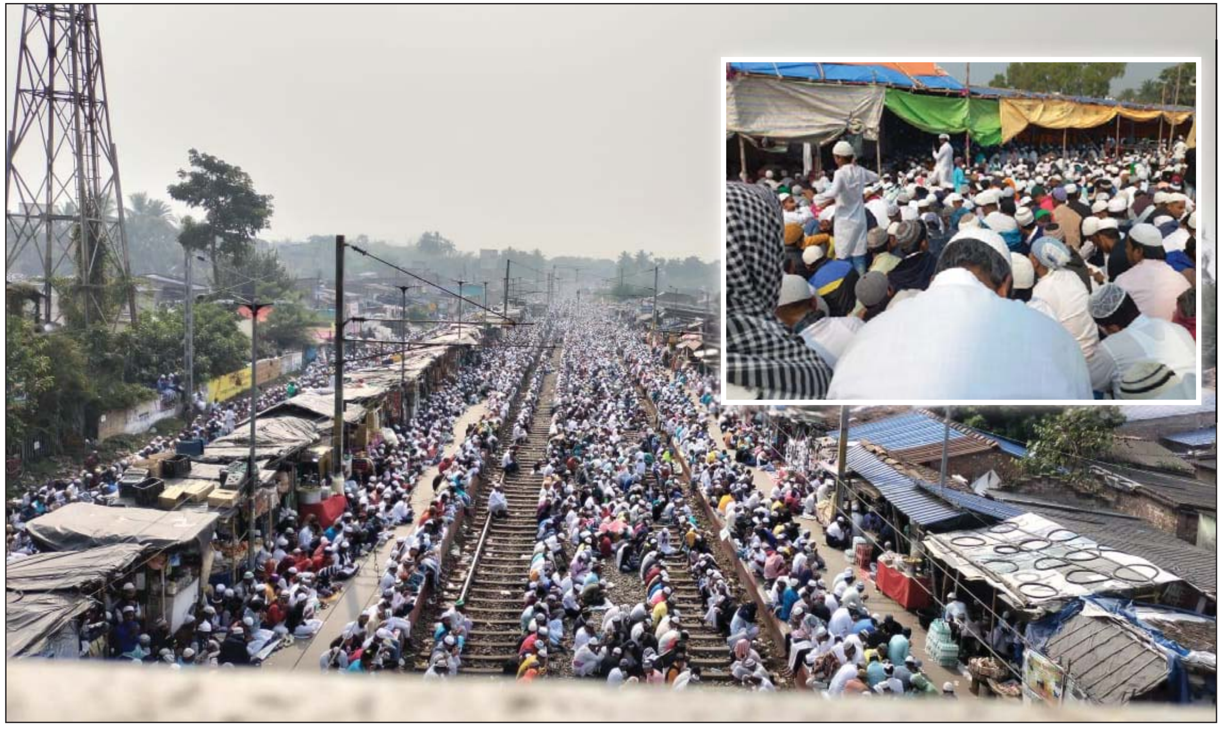

দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটে তবলিগি জামাতের তিন দিনের ইজতেমার সোমবার ছিল আখেরি মুনাজাত। আখেরি মুনাজাতে কয়েক লক্ষ মানুষ অংশ নেন। মগরাহাটের ওলি মার্কাজ ময়দানে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় ভিড় ছাপিয়ে মগরাহাট স্টেশন জনারণ্য। ছবি: ওবায়দুল্লাহ লস্কর

লোকসভা ভোটের পরই প্রধানমন্ত্রী কে তা ঠিক করবে ‘ইন্ডিয়া’: মমতা

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার বলেছেন, ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরে বিরোধী জোটের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নির্ধারণ করা হবে এবং আস্থা প্রকাশ করেছেন যে জোট আসন ভাগাভাগি সহ সমস্ত ইস্যু সমাধান করবে এবং বিজেপিকে পরাজিত করবে। সবকিছু ঠিকঠাক রাখতে জোট সময় নষ্ট করেছে এমন অভিযোগও প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেন, ‘কখনও হওয়ার থেকে দেরি হওয়াই ভালো ’ তবে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল, কংগ্রেস ও বামপন্থীদের মধ্যে ত্রিমুখী জোট সম্ভব বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। বিজেপি শক্তিশালী নয়, আমরা দুর্বল। বিশেষ করে হিন্দি অঞ্চলে বিজেপির ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকদের বলেন, “এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, তিনি হিন্দি বেল্ট এবং অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য করেন না। অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের বিজেপিকে বহুবার পরাজিত করার রেকর্ড রয়েছে। এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের মুখপাত্র সৌম্য আইচ রায় বলেন,, বিজেপির বিরুদ্ধে কীভাবে লড়াই করতে হবে সে বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষার দরকার নেই। কংগ্রেসই বিজেপির বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে লড়াই করে চলেছে, অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস বেশ কয়েকবার গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে আপস করেছে। জোট নিয়ে বলেন, কংগ্রেস ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের সাথে জোট করেছে। পশ্চিমবঙ্গে জোটের সম্ভাবনা নিয়ে মমতার মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে রাজ্য সিপিএমও। সিপিএম সাংসদ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, আসন ভাগাভাগিতে তৃণমূলের কোনও ভূমিকা নেই, কারণ অন্যান্য রাজ্যে তাদের কোনও উপস্থিতি নেই। পশ্চিমবঙ্গে আমরা সকলেই জানি যে তৃণমূল এবং বিজেপি একই মুদ্রার দুটি দিক।লোকসভা ও রাজ্যসভায় বিরোধী সাংসদদের সাসপেন্ড করা প্রসঙ্গে মমতা বলেন, এটা প্রমাণ করে যে বিজেপি ভয় পাচ্ছে। তিনি বলেন, “আপনি কি মনে করেন যে তারা (বিজেপি) এত অহংকারী হয়ে উঠেছে কারণ তারা দুটি রাজ্যে জিতেছে।তারা ভয় পাচ্ছে, তাই বিরোধীদের বরখাস্ত করা হয়েছে।”“এত সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও তারা ভীত।মানুষের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। তারা পুরো সংসদ স্থগিত করতে পারে। তাদের সংসদ পরিচালনার কোনো নৈতিক ভিত্তি নেই। এটা গণতন্ত্রের প্রতি উপহাস। অন্যদিকে, নয়াদিল্লিতে ‘ইন্ডিয়া’ জোটের বৈঠকের প্রাক্কালে জোটের অন্যতম শরিক তৃণমূল কংগ্রেস কংগ্রেসকে তার ‘জমিদারি সংস্কৃতি’ পরিত্যাগ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সিনিয়র নেতাদের জোটের মুখ হিসাবে উপস্থাপনের জন্য কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, তিন রাজ্যে পরাজয়ের পর কংগ্রেসের উচিত এর থেকে শিক্ষা নেওয়া। জমিদারি সংস্কৃতি পরিহার করতে হবে। এটি তার অংশীদারদের তার বিষয় হিসাবে বিবেচনা করতে পারে না। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সাংবাদিকদের বলেন, “বিজেপি-র জয় নিশ্চিত করতে হলে তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী ও তিনবারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অবশ্যই জোটের মুখ করতে হবে। কারণ রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস একাই লড়ে বিজেপির কাছে হেরেছে।

লোকসভা ও রাজ্যসভায় এবার সাসপেন্ড হলেন বিরোধী দলের ৭৮ সাংসদ

আপনজন ডেস্ক: সংসদের নিরাপত্তা লঙ্ঘন ইস্যুতে স্লোগান দেওয়ার পর রাজ্যসভার ৪৫ জন বিরোধী সদস্যকে অশালীন আচরণ এবং সভাপতির নির্দেশ উপেক্ষা করার জন্য সোমবার সংসদ থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

বহিষ্কৃতদের মধ্যে রয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ প্রমোদ তিওয়ারি, জয়রাম রমেশ, কে সি বেণুগোপাল, রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা এবং সমাজবাদী পার্টির রাম গোপাল যাদব। কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী, ডিএমকে নেতা টি আর বালু এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সৌগত রায়-সহ ৩৩ জন বিরোধী সদস্যকে লোকসভায় সাসপেন্ড করা হয়।

রাজ্যসভার ৪৫ জন সাংসদকে শীতকালীন অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য সাসপেন্ড করা হলেও ১১ জনকে বিশেষাধিকার কমিটির তদন্ত রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত সংসদ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অধিবেশনের বাকি অংশের জন্য ৩৪ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করার জন্য এবং অন্য ১১ জন বিরোধী সাংসদের আচরণের মামলা বিশেষাধিকার কমিটিতে পাঠানোর জন্য সংসদ নেতা পীযূষ গোয়েলের উত্থাপিত একটি প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরে সদস্যদের সাসপেন্ড করা হয়।

কমিটিকে তিন মাসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত ১১ জন সংসদ সদস্য সংসদের কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবেন না।

চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় প্রথমে সাসপেন্ড হওয়া সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন এবং তারপরে প্রস্তাবটি ভোটাভুটিতে উত্থাপন করেন, যা কণ্ঠভোটে গৃহীত হয়।

লোকসভায় নিরাপত্তা ভঙ্গের ঘটনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিবৃতি দাবি করার সময় বিরোধী সদস্যরা সংসদে হইচই শুরু করেন এবং স্লোগান দিতে থাকেন এবং সংসদের কার্যক্রম ব্যাহত করতে থাকেন।

শীতকালীন অধিবেশন শেষ হওয়ার কথা ২২ ডিসেম্বর। অধিবেশনের বাকি অংশের জন্য সাসপেন্ড হওয়া ৩৪ জন সাংসদের মধ্যে ১২ জনই কংগ্রেসের।

সাসপেন্ড হওয়া সদস্যরা হলেন- প্রমোদ তিওয়ারি, জয়রাম রমেশ, অমি ইয়াজনিক, নারানভাই জে রাঠওয়া, সৈয়দ নাসির হুসেন, শ্রীমতি ফুলো দেবী নেতাম, শক্তিসিং গোহিল, কেসি বেণুগোপাল, রজনী অশোকরাও পাতিল, রঞ্জিত রঞ্জন, ইমরান প্রতাপগড়ি, রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা (সকলেই কংগ্রেস) এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সাত জন সদস্য হলেন সুখেন্দু শেখর রায়, মহম্মদ নাদিমুল হক, আবির রঞ্জন বিশ্বাস, শান্তনু সেন, মৌসম নূর। প্রকাশ চিক বড়াইক ও সামিরুল ইসলাম।

শীতকালীন অধিবেশনের জন্য সাসপেন্ড হওয়া অন্যরা হলেন এম শানমুগাম, এন আর ইলাঙ্গো, কানিমোঝি এনভিএন সোমু, আর গিরিরাজন, মনোজ কুমার ঝা, ফাইয়াজ আহমেদ ভি শিবদাসন, রামনাথ ঠাকুর, অনিল প্রসাদ হেগড়ে, বন্দনা চৌহান, রাম গোপাল যাদব, জাভেদ আলি খান, মহুয়া মাজি, জোসে কে মনি এবং অজিত কুমার ভূঁইয়া।

যে ১১ জন বিরোধী সদস্যের নাম বিশেষাধিকার কমিটিতে পাঠানো হয়েছে, তাঁরা হলেন জেবি মাথের হিশাম, এল হনুমানথাইয়া, নীরজ ডাঙ্গি, রাজমণি প্যাটেল, কুমার কেতকর, জি সি চন্দ্রশেখর, বিনয় বিশ্বম, সন্দোষ কুমার পি, মহম্মদ আবদুল্লাহ, জন ব্রিটাস এবং এ এ রহিম।

লোকসভার সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী সংবাদ সংস্থা এএনআইকে বলেন, “আমি সহ সমস্ত নেতাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। আমরা কয়েকদিন ধরে দাবি করে আসছি যে আমাদের সাংসদদের পুনর্বহাল করা হোক, যাদের আগে বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে এসে (সংসদের নিরাপত্তা লঙ্ঘন নিয়ে) বিবৃতি দিন। তিনি আরও বলেন, ‘আজ সরকার স্বৈরাচারের উচ্চতায় পৌঁছেছে।

‘দেশের জন্য দান’ অভিযানে মানুষের দুয়ারে কংগ্রেস

DONATE FOR DESH

আপনজন ডেস্ক: দল চালাতে কংগ্রেস অবশেষে সাথারণ মানুষের দরবারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এক শো বছর আগে ১৯২০-১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী যেভাবে জনতার চাঁদায় নির্ভর করে ‘তিলক স্বরাজ তহবিল’ গড়ে তুলেছিলেন, সেই পথে হেঁটে কংগ্রেসও এবার ‘তহবিল সংগ্রহ করতে চলেছে। সোমবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে দিল্লিতে দিল্লিতে এই তহবিলের সূচনা করেন অনলাইন মাধ্যমের। এই তহবিল সংগ্রহ অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে. ‘দেশের জন্য দান’।

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস ২৮ ডিসেম্বর। চলতি বছর কংগ্রেসের বয়স হবে ১৩৮ বছর। সেই উপলক্ষে এই অভিযানে মানুষের কাছ থেকে ১৩৮ কিংবা তার গুণিতকে ১ হাজার ৩৮০ অথবা ১৩ হাজার ৮০০ পরিমাণ টাকা চাঁদা হিসেবে চাওয়া হবে। সে জন্য ওই দিন থেকে দেশের সব রাজ্যে জনগণের দুয়ারে দুয়ারে কংগ্রেস কর্মীরা যাবেন, চাঁদা নেবেন। তার আগে আজ থেকে অনলাইনে ওইভাবে অর্থ সংগ্রহ করা হবে। কংগ্রেস এই অভিযানের নাম দিয়েছে ‘ডোনেট ফর দেশ’ বা দেশের জন্য দান। আজ এক অনুষ্ঠানে ওই অভিযানের সূচনা করে খাড়গে বলেন, ধনীদের কাছ থেকে, বিশেষ করে শিল্পপতিদের কাছ থেকে অর্থসাহায্য নিলে তাঁদের দাবি বা আবদারের মর্যাদা দিতে হয়। তাঁদের মনের মতো নীতি গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু কংগ্রেস সাধারণ মানুষের দল। গরিব ও বঞ্চিত মানুষের মঙ্গলের কথা বলে। তাঁদের জন্য নিবেদিত। তাই জনতার দরবারেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল, যাতে ধনীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে উপেক্ষা করা যায়।খাড়গে নিজেই এদিন অনলাইন তহবিল প্রচারের জন্য ১.৩৮ লক্ষ টাকা দান করেছেনেন।

এ দেশের বামপন্থী দলগুলো প্রথমে তহবিল ষংগ্রহের মাধ্যমে অর্থ আদায় করত। কিন্তু কংগ্রেস ওই পথে কোনো দিন হাঁটেনি। এই প্রথমবার সেই রাস্তায় এগোনোর কারণ অনেক। দলের ক্ষমতা যত কমছে, তত কমে চলেছে আধিপত্য। গত ১০ বছর কেন্দ্রে ক্ষমতার বাইরে। রাজ্যগুলোতেও আধিপত্য কমছে। এর ফলে সম্পদ সংগ্রহ কমে যাচ্ছে। পাশাপাশি প্রবলভাবে উঠে এসেছে বিজেপি। অর্থ জোগানের ক্ষেত্রে বিজেপি যে নীতি গ্রহণ করেছে, তাতে সিংহভাগ থাবা সেই দলেরই। যেমন ইলেক্টোরাল বন্ড।

২০১৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি রাজনীতিকে ‘স্বচ্ছ’ করতে ২০১৬-২০১৭ সালে ইলেক্টোরাল বন্ড চালু করে। তাতে কোন শিল্পপতি কোন দলকে চাঁদা দিচ্ছে, সেই হিসাব গোপন রাখা হয়। হিসাব থাকে শুধু স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার জিম্মায়, যা কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন। সেই থেকে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত ইলেক্টোরাল বন্ড মারফত দেশের ২৪টি রাজনৈতিক দলের আয় হয়েছে ৯ হাজার ১৮৮ কোটি ৩৫ লাখ টাকা। এর মধ্যে শুধু বিজেপিই পেয়েছে ৫ হাজার ২৭২ কোটি টাকা। কংগ্রেসের প্রাপ্য ৯৫২ কোটি টাকা।

এ ছাড়া বেশির ভাগ রাজ্যে বিজেপি অথবা শরিকরা শাসনক্ষমতায় থাকার ফলে তাদের অর্থসংগ্রহে টান পড়ে না। এর মোকাবিলা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তিনি বলেন, অনুদান নেওো হবে একটি ডেডিকেটেড অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে: donateinc.in এবং দ্বিতীয়টি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.inc.in। তিনি আরও বলেন, আমরা আমাদের রাজ্য স্তরের কর্মকর্তা, আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, ডিসিসি সভাপতি, পিসিসি সভাপতি এবং এআইসিসি কর্মকর্তাদের অনলাইন ক্রাউড ফান্ডিং প্রচারাভিযানে অবদান রাখতে উৎসাহিত করি।

অন্যদিকে বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য ‘এক্স’ হ্যান্ডেলে বলেছেন, জনগণের টাকা লোটার এটাও একটা চাল। উল্লেখ্য. দেশের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনুদান গ্রহণ করে থাকে বিজেপি। অন্য সব দলের মিলিতি অনুদাননের থেকে বেশ কয়েক গুণ বেশি অনুদান পেয়েছে থাকে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি। তবে এ নিয়ে মুখ খোলেননি মালব্য।

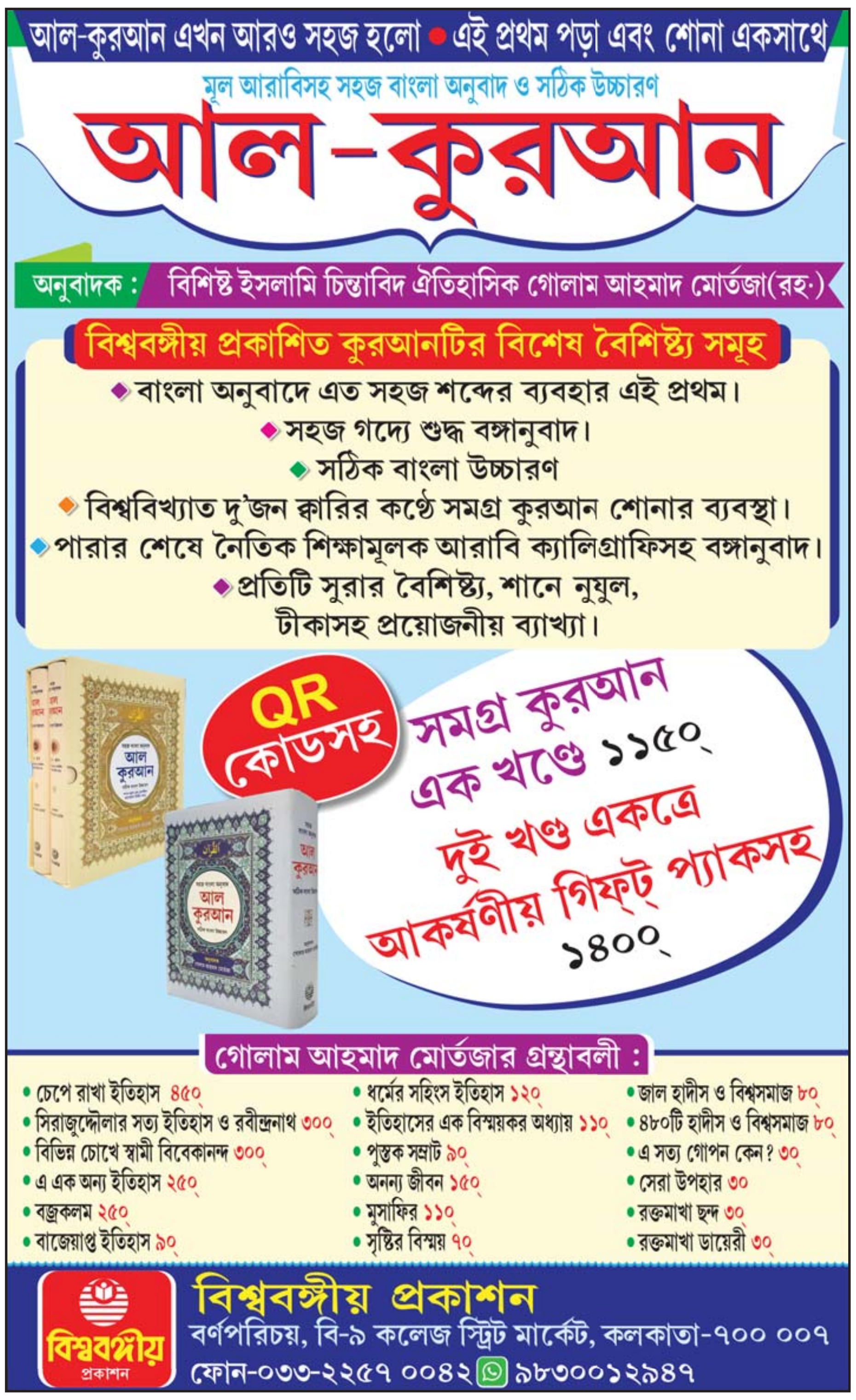

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো ● এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে

মূল আরাবিসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ:)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ

◆ বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম।
◆ সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।
◆ সঠিক বাংলা উচ্চারণ
◆ বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারির কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা।
◆ পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবি ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ।
◆ প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ

সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০/-

দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট্ প্যাকসহ ১৪০০/-

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :

- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০/-
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০/-
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০/-
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০/-
- বজ্রকলম ২৫০/-
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০/-
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০/-
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০/-
- পুস্তক সম্রাট ৯০/-
- অনন্য জীবন ১৫০/-
- মুসাফির ১১০/-
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০/-
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০/-
- সেরা উপহার ৩০
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০/-
- রক্তমাখা ডায়েরী ৩০/-

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭
ফোন-০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

প্রথম নজর

বহিষ্কৃত মাদ্রাসা ছাত্র সংগঠনের সম্পাদক

West Bengal Madrasah Students' Union

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● কলকাতা

আপনজন: দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে বরখাস্ত হলেন পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা স্টুডেন্ট ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান সরদার। ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ সোমবার বরখাস্ত ঘোষণা করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা স্টুডেন্ট ইউনিয়নের সভাপতি শেখ তুফেল আহমেদ চিঠি দিতে বরখাস্তের কথা ঘোষণা করেন। আগামী ৩ বছরের জন্য মাসুদুর রহমান সরদারকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বহিষ্কারের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির নাম করে টাকা তোলা, ২০২২ সালে ইফতার মজলিস সম্পর্কে জানতে চাওয়া প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া এবং সাম্প্রতিক আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ঝামেলায় অহেতুক মাদ্রাসা স্টুডেন্ট ইউনিয়নের নাম ব্যবহার করা। বরখাস্ত সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ স্টুডেন্ট ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান সরদারের সঙ্গে ফোনে আপনজন প্রতিনিধি যোগাযোগের চেষ্টা করেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। ফলে এবিষয়ে তার প্রতিক্রিয়া নেওয়া যায়নি।

প্রতিবন্ধীদের বিক্ষোভ নবগ্রামে

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: ১২ দফা দাবি না মানায় প্রতিবন্ধীদের বিক্ষোপে কেঁপে উঠলো নবগ্রাম। দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় তারা, অবশেষে নবগ্রামের বিডিওর প্রতিশ্রুতি পেয়ে পথ অবরোধ তুলে নেয় তারা। শুধু তাই নয় প্রতিশ্রুতি পুরোন না হলে আবারও আন্দোলনের পথে অগ্রসন হবে বলে জানিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। প্রতিবন্ধী বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ গোডাউনে পড়ে নষ্ট হচ্ছে প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। তাই প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রদান সহ বারো দফা দাবি নিয়ে গণ ডেপুটেশন দিতে আসলে বিডিও গ্রহণ করেনি তাদের দাবি,তাই বাধ্য হয়ে পথ অবরোধ করেন তারা। তাদের বিক্ষোপে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে নবগ্রামে। ঘটনাস্থলে আসেন নবগ্রাম থানার পুলিশ । অবশেষে সেখানে এসে পৌছান নবগ্রামের বিডিওর প্রতিশ্রুতি পেয়ে পথ অপরাধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা।

নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা, কাজ বন্ধ করে দিল গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাগদা

আপনজন: নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তার কাজ চলছে সেই অভিযোগে কাজ বন্ধ করে দিল গ্রামের বাসিন্দারা । উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লকের আষাঢু গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁদপুর থেকে মালিদা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা রাস্তার কাজ চলছে। সোমবার সকালে চাঁদপুর গ্রামে সেই রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেয় এলাকার বাসিন্দারা। হাত দিয়ে টানলেই রাস্তা উঠে আসছে । নিচে দেওয়া হয়নি কোন পিচের প্রলেপ। রাস্তা নির্মাতাদের কাছে একাধিকবার অভিযোগ জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। সোমবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেয়। বাসিন্দাদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তা বেহাল অবস্থায় ছিল। দীর্ঘ টালমাটালের পরে রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে আমরা চাই সঠিক সামগ্রী দিয়ে রাস্তার কাজ করা হোক। এই বিষয়ে আষাঢু গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমনা মন্ডল বলেন ,স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য আমাকে জানিয়েছে। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক কোনমতেই নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ আমরা মানবো না । এ বিষয়ে আগেও একাধিকবার কন্টাক্টরকে আমরা জানিয়েছি। কিন্তু তারা কর্ণপাত করেনি । আমি এই বিষয়ে বিডিও সাহেবকে জানাবো ।এই বিষয়ে বনগাঁ জেলা বিজেপি সহ-সভাপতি অমৃতলাল বিশ্বাস বলেন, আমরা এই রাস্তার বিষয়ে পঞ্চায়েত সমিতি এবং বিডিওর কাছে আগে অভিযোগ জানিয়েছি ।এই বিষয়ে ব্যবস্থা না নিলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।

সমবায় ব্যাঙ্কে মনোনয়ন জমায় বাধার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: রামপুরহাট কো অপারেটিভ এগ্রিকালচার এন্ড রুল্যাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড পরিচালন সমিতির নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে প্রাথমিকভাবে বাধার সম্মুখীন হতে হয় বলে অভিযোগ সিপিএমের। সেই বাধাকে প্রতিহত করে মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয়েছে বলে সিপিআইএম জেলা কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য সঞ্জীব বর্মনের বক্তব্য।

তিনি আরও বলেন, কিছুদিন আগেই ডেপুটেশন দেওয়ার সময় আমরা বলেছিলাম গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন হবে, সবাই নমিনেশন দেবে, মানুষ পছন্দ মতো প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবে। যারা জিতবে তারা বোর্ড গঠন করবে। কিন্তু তৃণমূল ছাড়া কেউ নমিনেশন জমা দিতে পারবে না কোনো নির্বাচনে। এই প্রক্রিয়া কতদিন মেনে নেবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। তৃণমূল এর চাপিয়ে দেওয়া এই সংস্কৃতি মেনে নেবে ?মেনে নেবে না। তাহলে আজ প্রাথমিক ভাবে বাধা দেওয়া হয়েছিল। প্রতিরোধ হয়েছে, বাধা সরিয়ে আমাদের প্রার্থীরা নমিনেশন ফাইল করেছে, আগামী কালও ফাইল করা হবে। তৃনমূল কে বিশ্বাস নেই, আমরা ঘর পোড়া গরু- রক্ত সন্ধ্যায় ভয়। তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আছে, মানুষের মনে নেই। মার খাবো, রক্তাক্ত হবো কিন্তু নমিনেশন দেব।অন্যদিকে রামপুরহাট পৌরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন ভকত বলেন বিরোধী দল তো স্বীকার করেছেন যে তারা নমিনেশন জমা দিয়েছেন। কোনো ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়নি,জায়গাটা ছোটো ছিল।ন্যারো প্যাসেজে ঢুকতে পারছিল না যার জন্য ঠেলাঠেলি হয়েছে। আমি গিয়ে সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসি, এতে রং চড়ানোর কিছু নেই।

একাধিক দাবিতে রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশন অভিযান প্রদেশ কংগ্রেস সংখ্যালঘু শাখার

আপনজন ডেস্ক: সংখ্যালঘুদের নানান দাবি-দাওয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছে প্রদেশ কংগ্রেসের সংখ্যালঘু বিভাগ। ইমাম-মুয়াজ্জিনদের ভাতা বৃদ্ধি-সহ একাধিক দাবিতে এর আগে রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড ঘেরাও করেছিল কংগ্রেসেরএই শাখা সংগঠন। কলকাতায় একাধিক বার পথেও নেমেছে এই সংগঠন। এবার রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশন অভিযান করল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু বিভাগ। সোমবার দেশজুড়ে পালিত হয় সংখ্যালঘু দিবস। আর ঠিক সেই দিনকেই আন্দোলনের জন্য বেছে নিয়েছিল প্রদেশ কংগ্রেসের সংখ্যালঘু বিভাগ।এই দিনের কর্মসূচি নিয়ে এই সংগঠনের নেতা শামীম আক্তার জানান, আমরা মূলত পাঁচটা দাবি নিয়ে সংখ্যালঘ কমিশন অভিযান করলাম। দাবি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাজ্যের সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তি দখল হয়ে যাচ্ছে, কিছু মানুষ নিজেদের স্বার্থে ওয়াকাফকে ব্যবহার করছে। আগামীতে যাতে এটা না হয় তার জন্য সিবিআই তদন্তের দাবি আমরা তুলছি। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের ইমামদের মাসিক সাত এবং মুয়াজ্জিনদের কমপক্ষে পাঁচ হাজার টাকা করে ভাতা দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে ১০ হাজার মাদ্রাসা চালু করার কথা ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু প্রায় দশ বছর কেটে গেলেও তার কিছুই বাস্তবায়ন হয়নি বলে অভিযোগ তুলে অবিলম্বে ১০,০০০ মাদ্রাসা অনুমোদনের দাবি তুলছে প্রদেশ কংগ্রেসের সংখ্যালঘু বিভাগ। তাদের আরও দাবি, ওয়াকফ সম্পত্তি কোথায় কি অবস্থায় আছে তা বিস্তারিত আকারে ওয়েবসাইটে দিতে হবে, যাতে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে সেই সম্পত্তির সমস্ত তথ্য থাকে। এছাড়াও উর্দুকে রাজ্যের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যেসব এলাকায় উর্দুভাষী জনজাতির মানুষ বসবাস করেন সেখানে উর্দু সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত হলেওআজও কার্যকরী হয়নি বলে অভিযোগ। অবিলম্বে রাজ্যের উর্দুভাষী অঞ্চলে উর্দু ভাষার স্বীকৃতির দাবী জানাচ্ছে কংগ্রেস। প্রসঙ্গত, এইসব দাবি-দাওয়া নিয়ে এদিন দুপুরে স্টেটম্যান হাউসের সামনে কংগ্রেসের তরফে জমায়েত হয়। তারপর মিছিল সহযোগে কংগ্রেস কর্মীরা খাদ্য ভবনের কাছে সংখ্যালঘু কমিশনের অফিসে যান। তারা নিজেদের দাবি তুলে ধরেন। জুনেদ, আশফাক আহমেদ কংগ্রেস কর্মীরা অংশ নেন এই কর্মসূচিতে।

সংখ্যালঘু অধিকার রক্ষার দাবিতে অ্যাকাডেমিতে যুব কনভেনশন

সংখ্যালঘু যুব কনভেনশন
সারা বাংলা সংখ্যালঘু কাউন্সিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ১৮ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক সংখ্যালঘু অধিকার রক্ষা দিবস। এউপলক্ষে সারা বাংলা সংখ্যালঘু কাউন্সিল কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে একটি সংখ্যালঘু যুব কনভেনশনের আয়োজন করে। কনভেনশনে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, বঙ্গীয় খ্রিস্টীয় পরিষেবার কার্যনির্বাহী সভাপতি হেরোদ মল্লিক, সংবিধান বাঁচাও মঞ্চের সভাপতি সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস, অধ্যক্ষ ড. আফসার আলী, অধ্যাপক সুরঞ্জন মিদ্দে, বিশিষ্ট লেখক ও ইসলামি চিন্তাবিদ মুহাম্মদ নুরুদ্দিন শাহ, সালাউদ্দিন আহমেদ, মাওলানা আনোয়ার হোসেন কাসেমী, হাফেজ নাজমুল আরেফিন, ডা. সজল বিশ্বাস, শিক্ষক আব্দুর রউফ প্রমুখ। রাগাত্মিক বক্তব্য মোঃ কামরুজ্জামান বলেন বিশ্বের বৃহত্তর গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতার পাশাপাশি মৌলিক অধিকারও ক্ষুন্ন হচ্ছে। ইন্দোনেশিয়ার পরে পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে বেশি মুসলমান বাস করে ভারতে। অথচ এমন একটি দেশের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় একজনও মুসলিম প্রতিনিধি রাখা হয়নি। কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রকে বর্তমানে কোন মন্ত্রী নেই। সংখ্যালঘু মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষায় সুযোগ করে দিতে বিগত দিনের স্কলারশিপ বা ছাত্রভিত্তি গুলিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই অব্যস্থার বিরুদ্ধে কামরুজ্জামান তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ক্রিশ্চিয়ান নেতা হেরোধ মল্লিক বলেন সংখ্যালঘুদের নির্যাতন প্রতিনিয়ত বাড়ছে। ক্রিসমাস দিবসের আগের দিন প্রাথমিক বোর্ডের টেট পরীক্ষা হওয়ায় অধ্যাপক সুরঞ্জন মিদ্দে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার দাবী জানান দলিত নেতা সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস। বাবাসাহেব আম্বেদকরের সংবিধানের একশ শতাংশ কার্যকরী হলেই সামাজিক বৈষম্য দূর হবে বলে তিনি মনে করেন। সংবিধানের ৩০ ধারা কার্যকরী করে সংখ্যালঘুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার ও সরকারি আর্থিক সাহায্য দেওয়ার দাবি জানান অধ্যাপক আফসার আলী। মুহাম্মদ নুরুদ্দিন সমস্ত মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কথা বলেন।

আরবি ভাষা দিবস মৌলানা আজাদ কলেজে

MAULANA AZAD COLLEGE
Kolkata
DEPARTMENT OF ARABIC

আলম সেখ ● কলকাতা

আপনজন: সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে আরবি ভাষা দিবস পালন করলো কলকাতার মৌলানা আজাদ কলেজ। গতকাল মৌলানা আজাদ কলেজে আরবি স্নাতক বিভাগের পঞ্চম সেমিস্টার তরফে আয়োজিত হয় বিশ্ব আরবি ভাষা দিবস। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ফারসি বিভাগের অধ্যাপক ড. শামসুদ্দীন মল্লিক। আরবী ভাষার গুরত্ব সম্পর্কে দীর্ঘ আলোকপাত চলাকালীন মুসলিমদের অধঃপতনের কারণ হিসাবে তিনি বলেন, মুহাম্মদ (সা:) এর দেখানো মতাদর্শকে অনুকরন করলেই মুসলিম সমাজ পাবে শান্তি ও সুখের দিশা, ফিরে পাবে হারানো মর্যাদা। আরবী ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন কলেজের আরবী বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. সৈয়দ মুস্তাফা মোরশেদ জামাল শাহ আল কাদরী। আরবী ভাষার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন - আরবী ভাষা বিশ্ব মুসলিমের কাছে একটি পবিত্রভাষা, এটি আল্লাহ পাকের চয়নকৃত ভাষা, এই ভাষায় কুরআন তথা মানব সভ্যতার সম্পূর্ন জীবন বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। পাশাপাশি এটি ২২ টি দেশের সরকারি ভাষা। একজন মুসলিম হিসাবে এই ভাষাকে জানা ও এই ভাষা নিয়ে গবেষণা করা দরকার। উল্লেখ ১৯৭৩ সালের এ দিনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ২৮ তম অধিবেশনে ৩১৯০ নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক আরবিকে জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ১৯০তম অধিবেশনে ১৮ ডিসেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক আরবি ভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সেদিন থেকেই আরব বিশ্বের সঙ্গে অন্যান্য দেশ এ দিবসটি বিভিন্ন ভাবে মাধ্যমে পালন করে থাকে সারা বিশ্ব। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজের প্রিন্সিপাল ড. শুভাশিস দত্ত ও ইসলামিক হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার বিভাগের বিভাগীয় প্রধান তথা কলেজের অফিসার ইন চার্জ জামিল আহমেদ । অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মৌলানা আজাদ কলেজের আরবী বিভাগের বিভাগীয় সহকারী অধ্যাপক ড. সদরুল ইসলাম। এদিনের অনুষ্ঠানের আযোজেন বিশেষ ভূমিকা নেন আরবী বিভাগের পঞ্চম সেমিস্টারের ছাত্রদের মধ্যে মাহমুদুল হাসান, আবদুল্লাহ, জবিহুর রহমান ও আসিফ উদ্দিন প্রমুখ। জানান - ২০১৭ সালের

গোশালার বর্জ্যে দূষণ, বিজ্ঞান মঞ্চের প্রতিবাদ সভা

এম মেহেদী সানি ● দত্তপুকুর

আপনজন: বারাসত-১ ব্লকের কাশিমপুর অঞ্চলের সন্তোষপুর এলাকায় ২০১১ সালে কিছু গরু নিয়ে ঘাটাল শুরু হলেও সেটি বর্তমানে কয়েক হাজার গরু নিয়ে সুরভী সদন গোশালায় পরিণত হয়েছে। আর এর ফলেই পার্শ্ববর্তী এলাকায় তিন শতাধিক কৃষকের কয়েকশো বিঘা চাষের জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এমনটি পুকুরের মাছ, কলের জল ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠেছে বলে দাবি করেন এলাকার কৃষক থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা । এই নিয়ে সন্তোষপুর, কামদেবপুর এলাকার কৃষক সহ এলাকাবাসীরা গোশালা উচ্ছেদের জন্য কাশিমপুর পঞ্চায়েত, বারাসাত ১ নং ব্লক বিডিও অফিস এবং পলিউশন বোর্ডে আবেদন জানান, তবে এখনো কোনো সুরাহা হয়নি বলেই জানান ভুক্তভোগীরা । এরপর ন্যাশেনাল গ্রীন ট্রাইব্যুনালে কেস করা হয় । এর পরবর্তীতে পর্যবেক্ষণে আসলেও কোনো সুরাহা হয়নি বলেই দাবি । অসাধু ব্যবসায়ীদের দ্বারা পরিচালিত বেআইনি গোসালা চলছে বলে অভিযোগ তুলে খাটাল উচ্ছেদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের আধিকারিকদের সাথে নিয়ে রবিবার বিকালে গোশালার পাশে প্রতিবাদ সভার মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন এলাকাবাসী।

মাদ্রাসা-ভোটে মনোনয়ন জমা তৃণমূলের

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘি

আপনজন: সোমবার উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের দোমোহনা পঞ্চায়েতের কান্তিরপা এন কে সিনিয়র মাদ্রাসার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র জমা করা হয় সোমবার। জানা গেছে আগামী ৩১শে ডিসেম্বর করণদিঘী ব্লকের কান্তিরপা পা এন কে সিনিয়র মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির নির্বাচন রয়েছে, সে উপলক্ষে এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের ৬ জন প্রার্থী নমিনেশন জমা করেন।

মালদহে কচ্ছপ পাচার রুখল আরপিএফ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদহে কচ্ছপ পাচার রুখলো আরপিএফ। দিল্লি ফেরত ফারাক্কা এক্সপ্রেস থেকে উদ্ধার কচ্ছপ। মালদা টাউন স্টেশনে পাঁচটি কচ্ছপ উদ্ধার। ঘটনায় গ্রেপ্তার দুই মহিলা। ধৃত দুই মহিলা মিনাদেবী ও লাখোদেবী ভাগলপুরের বাসিন্দা। ধৃতরা সম্পর্কে দুই বোন। সাহেবগঞ্জ থেকে কচ্ছপ গুলি ট্রেনের তোলা হয় বলে জানতে পেরেছে আরপিএফ। উদ্ধার হওয়া কচ্ছপগুলি বন দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছে আরপিএফ। ধৃত দুই মহিলা কচ্ছপ পাচার চক্রের ক্যারিয়ার বলে প্রাথমিক অনুমান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

প্রয়াত হলেন চিত্র সাংবাদিক অসিত পাল

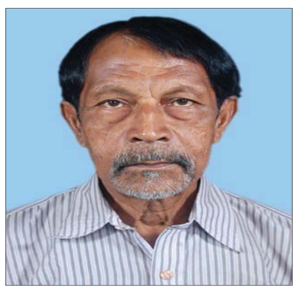

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: রবিবার রাত্রি এগারোটা চল্লিশ নাগাদ কলকাতা শম্ভুনাথ হসপিটালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সাপ্তাহিক নতুন গতি পত্রিকার চিত্র সাংবাদিক অসিত ঘোষ। তার বাড়ি উলুবেড়িয়ার বাউড়িয়া। বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। কিছুদিন থেকে তিনি অসুস্থ ছিলেন। অবশেষে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। নিরহংকারী ও নির্বিবাদী ব্যবহাররে সঙ্গে তার ছিল বিশেষ সম্প্রীতি মনোভাব। চিত্র সাংবাদিকতার ক্ষেত্র হিসেবে মুসলিম সমাজের সঙ্গে, ইসলাম ধর্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল নিবিড়। ১৯৬১ সালে জন্ম অসিত ঘোষের। আদি বাড়ি ছিল উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটি। ১৯৫৯ সালে জুটমিলে কাজ নিয়ে নৈহাটি থেকে হাওড়ার বাউড়িয়া চলে আসেন তার বাবা। অসিত ঘোষের জন্ম, বেড়ে ওঠা ও পড়াশোনা বাউড়িয়াতেই। তিনি জীবনের শেষ দিন অবধি চিত্র সাংবাদিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন নতুন গতি সাপ্তাহিকে।

নতুন গতির সম্পাদক ইমদাদুল হক নূর বলেন দীর্ঘদিন ধরে নতুন গতির পরিবারের সদস্য ছিলেন, সদাহাস্য মুখ উজ্জ্বল ছিল সর্বদা, তার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

সংখ্যালঘু কমিশনে আলোচনা সভা

আপনজন ডেস্ক: বিশ্ব সংখ্যালঘু অধিকার দিবস-২০২৩ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশন এর উদ্যোগে বিশেষ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় খাদ্যশ্রী ভবনের সপ্তম তলায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, মন্ত্রী জাভেদ আহমেদ খান, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন, কমিশনের চেয়ারম্যান আহমেদ হাসান ইমরান, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিব মোঃ গোলাম আলী আনসারী, পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের য়ারম্যান পিবি সেলিম, সংখ্যঅলঘু দফতরের বিশেষ সচিব শাকিল আহমেদ, কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মমতাজ সংঙ্ঘমিত্রা, উঃ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ,রিসার্চ স্কলার সাবির আহমেদ প্রমুখ।

রোকেয়া কলেজে শিক্ষা-সেমিনার

A One-day State Level Seminar
Jibantala Rokeya Mahavidyalaya
Jibantala, Canning II, South 24 Parganas
CHAIRPERSON
SPEAKER
SPEAKER

মাফরুজা মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে জীবনতলার রোকেয়া মহাবিদ্যালয় এর উদ্যোগে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। সোমবার স্কুল এবং কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত হয় এই জাতীয় শিক্ষানীতির কর্মশালা অনুষ্ঠানে।

মূলত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কিভাবে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে,তার ভালো ও খারাপ দিক নিয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্টরা। এদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সপেক্টর ইন কলেজ'স দেবাশীষ বিশ্বাস বলেন, 'জাতীয় শিক্ষানীতি শুধুমাত্র স্কুল বা কলেজে পড়াশোনা নয়,সাথে সাথে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের কাজ হাতে-কলমে শেখানো হবে। যে ছাত্র বা ছাত্রী যে বিষয়ে পারদর্শী হবে তাকে সেই বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এই শিক্ষানীতিতে।' উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র দেশ জুড়ে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রয়োগ করতে চাইছে। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্কুল কলেজ গুলিতে সেই নীতি প্রয়োগও করা হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে অধিকাংশ শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ধোঁয়াশা রয়েছে। আর এই ধোঁয়াশা কাটাতেই নতুন শিক্ষানীতির কর্মশালা জীবনতলার রোকেয়া মহাবিদ্যালয়ে। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জীবনতলা রোকেয়া মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অনুপ কুমার মাঝি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সপেক্টর ইন কলেজ'স দেবাশীষ বিশ্বাস, অল বেঙ্গল প্রিন্সিপাল কাউন্সিলের সেক্রেটারি ডঃ শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জী সহ অন্যান্যরা।

খেলার সময় বিষ-ফল খেয়ে অসুস্থ ১১ নাবালক

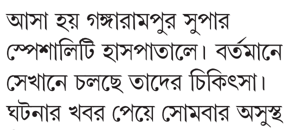

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: খেলার সময় বিষাক্ত ফল খেয়ে অসুস্থ একই গ্রামের ১১ জন নাবালক।

ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অসুস্থরা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর ব্লকের অন্তর্গত গোকর্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতের বলদু গ্রামের ঘটনায় শোরগোল। স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার হরিরামপুর ব্লকের বলদু গ্রামে খেলা করছিল একদল নাবালক। সেই সময় খেলার ছলে তারা বিষাক্ত ফল খেয়ে ফেলে। এরপরেই অসুস্থ হয়ে পড়ে ১১ জন। বিষয়টি জানতেই আতঙ্কিত পরিবারের লোকজন তাদেরকে প্রথমে হরিরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদেরকে নিয়ে আসা হয় গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। বর্তমানে সেখানে চলছে তাদের চিকিৎসা। ঘটনার খবর পেয়ে সোমবার অসুস্থ শিশুদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল। তিনি অসুস্থদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

প্রথম নজর

প্রাক্তন কৃতী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার দেবে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়

আপনজন ডেস্ক: শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা প্রাক্তন কৃতী শিক্ষার্থীদের সম্মাননা পুরস্কার দেবে সৌদি আরবের মদিনা ইসলামী ইউনিভার্সিটি। এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়টি তৃতীয়বারের মতো ‘পাইওনিয়ার অ্যালামনাই অ্যাওয়ার্ড’-এর মনোনয়নের জন্য আবেদন গ্রহণ শুরু করেছে। গত ৬ ডিসেম্বর থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত সৌদি ইউনিভার্সিটিজ অ্যালামনাই ফোরাম আয়োজিত সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ড. হাসান বিন আবদুল মুনয়িন আল-আউফি। আবেদন প্রক্রিয়া আগামী বছরের ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে জানা যায়, শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তার, আর্থ-সামাজিক অবদান, সৃজনশীলতা ও উদ্যোক্তা, টেকসই উন্নয়ন ও পেশাগত অর্জনসহ চারটি ক্ষেত্রে অবদানের জন্য চারজনকে বিশেষ সম্মাননাসহ ৫০ হাজার রিয়াল পুরস্কার দেওয়া হবে।
পুরস্কারের মনোনয়নপ্রার্থীকে স্নাতক বা উচ্চশিক্ষা স্তরের অ্যালামনাই হতে হবে। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট (শিক্ষা বিভাগীয় সদস্য ও কর্মকর্তা) কেউ না হওয়া, আগে এ পুরস্কার না পাওয়া, সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হওয়া, পুরস্কারের যেকোনো একটি ক্ষেত্রে অবদান রাখা ছাড়াও নির্ধারিত সময়ে যথাযথভাবে আবেদনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।
গত ৬-৮ ডিসেম্বর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে সৌদি আরবভিত্তিক চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়।

গাজার ওপর হামলা ‘অবিলম্বে’ বন্ধ করুন: ইসরায়েলের প্রতি ফ্রান্সের আহ্বান

আপনজন ডেস্ক: অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার ওপর পাশবিক হামলা বন্ধ করতে তেল আবিবের ওপর চাপ ক্রমেই বাড়ছে। এবার গাজার ওপর হামলা ‘অবিলম্বে’ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে ফ্রান্স।
গাজার একটি আবাসিক ভবনের ওপর ইসরায়েলি বোমাবর্ষণে ফরাসি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মী নিহত হওয়ার পর তেল আবিবের প্রতি এ আহ্বান জানাল প্যারিস। ফরাসি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের কর্মী নিহত হওয়ার ঘটনায় ইসরায়েলি বাহিনীর তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাথেরিন কলোন্না রোববার তেল আবিব সফরে গিয়ে ইসরাইলের গাজা-বিরোধী যুদ্ধ ‘অবিলম্বে ও টেকসই উপায়ে’ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী এলি কোহেনের সঙ্গে সাক্ষাতে তিনি বলেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত ওই উপত্যকার সার্বিক পরিস্থিতির ব্যাপারে প্যারিস ‘গভীর উদ্বেগ’ প্রকাশ করছে। বুধবার গাজায় ইসরায়েলি বোমা হামলায় ফরাসি কনস্যুলেট কর্মী নিহত হওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে রোববার তেল আবিব সফরে যান ফ্রান্সের শীর্ষ কূটনীতিক। তিনি তার ইসরায়েলি সমকক্ষ কোহেনকে বলেন, “গাজায় অনেক বেশি সংখ্যায় বেসামরিক মানুষ নিহত হচ্ছে।” এর আগে ফরাসি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে গাজায় তাদের কর্মী নিহত হওয়ার নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে এ ব্যাপারে ইসরাইলের পূর্ণ ব্যাখ্যা দাবি করেছে। গত বুধবার বিকেলে গাজা উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চীয় রাফাহ শহরের একটি আবাসিক ভবনে বোমা হামলা চালায় ইসরাইল। হামলায় ফ্রান্সের একজন কনস্যুলেট কর্মীসহ ১১ জন নিহত হন। হামলার সময় বহু মানুষ তাদের পরিবার-পরিজনসহ ভবনটিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নিহত কনস্যুলেট কর্মী ২০০২ সাল থেকে গাজায় ফরাসি সরকারের সঙ্গে কাজ করে আসছিলেন। তার পরিবারের কয়েক সদস্যকে আগেই গাজা থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল।

গাজায় ত্রাণবাহী ট্রাক আটকে দিচ্ছে ক্ষুধার্থ ফিলিস্তিনিরা

আপনজন ডেস্ক: গাজার রাফাহ শহরের মধ্য দিয়ে ত্রাণ বহনকারী যানবাহনগুলো আটকে দিচ্ছে ক্ষুধার্থ ফিলিস্তিনিরা। খাবারের জন্য দলে দলে মানুষ ট্রাকগুলোর পেছনে ছুটছে। সম্প্রতি বিবিসি এমন একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে।
বিবিসির ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, কিছু মানুষ ত্রাণ বহনকারী ট্রাকের ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে। যারা উঠে গেছে তারা পেছনে যারা ছুটছিল তাদের দিকে বাক্স ছুড়ে দিচ্ছে। এক জায়গায় দেখা যায়, একটি ত্রাণবাহী ট্রাকের পেছন থেকে সব ত্রাণের বাক্স পড়ে যাচ্ছে। মানুষ রাস্তার মাঝখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়া বক্সের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কেউ লাঠি দিয়ে ট্রাক থেকে ত্রাণ নিচে ফেলার চেষ্টা করছে।
বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে জাতিসংঘ জানায়, ক্ষুধার্ত মানুষ ত্রাণ বহনকারী ট্রাকগুলো আটকে দিচ্ছে এবং সেখানে অবিলম্বে আরো খাদ্য সহায়তা প্রয়োজন।
জাতিসংঘের ধারণা, ১.৯ মিলিয়ন মানুষ (গাজার জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ) যুদ্ধের কারণে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের সংস্থা ‘ইউএনআরডাব্লিউএ’র প্রধান ফিলিপ লাজারিনি বলেছেন, ‘সেখানে মানুষ ক্ষুধা, রোগ, দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার সংমিশ্রণে মারা গেলে আমি অবাক হব না।’
৭ অক্টোবর থেকে গাজায় প্রায় ১৯ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান রবিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানিয়েছে, উত্তর গাজায় আরেকটি হাসপাতাল ধ্বংস হয়েছে। কামাল আদওয়ান নামের ওই হাসপাতালে অন্তত আটজন রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। যার মধ্যে একটি ৯ বছরের বাচ্চা আছে।
ডাব্লিউএইচওর প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, বেশ কিছু স্বাস্থ্যকর্মীকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিষয়ে দ্রুত খবর দিতে হবে বলে দাবি করা হয়েছে।
ডাব্লিউএইচও প্রধান জানিয়েছেন, বেশ কিছু রোগী নিজ দায়িত্বে হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেছেন বলে তিনি জানতে পেরেছেন। তাদের জন্য হাসপাতাল পর্যন্ত অ্যাম্বুল্যান্সও নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু সকলের পক্ষে পালানো সম্ভব হয়নি। যারা পালাতে পারেনি, তাদেরই মৃত্যু হয়েছে। যে হাসপাতালটি ধ্বংস হয়েছে, সেটি খুব বড় নয় বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।
এই পরিস্থিতিতে দ্রুত সংঘর্ষ-বিরতির দাবি করেছে ডাব্লিউএইচও। এ বিষয়ে ইসরায়েলের এক প্রতিনিধিও অবশ্য মন্তব্য করেছেন।
ইসরায়েলের এক প্রতিনিধি মন্তব্য করেছেন, গোটা পোস্টটিতে ডাব্লিউএইচও প্রধান একবারের জন্যও লেখেননি, হামাস হাসপাতালগুলোকে শেল্টার হিসেবে ব্যবহার করছে।
ইসরায়েল আগেই জানিয়েছিল, ওই হাসপাতালে তারা অস্ত্র এবং ৮০ জন হামাস সমর্থককে পেয়েছে।

মায়ানমারের রাখাইন রাজ্য বিদ্রোহীদের দখলে

আপনজন ডেস্ক: এবার মায়ানমারের রাখাইন রাজ্য নিজেদের দখলে নেয়ার দাবি করেছে অঞ্চলটির বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি (এএ)। এক বিবৃতিতে এএ জানায়, জান্তা বাহিনীকে হটিয়ে রাখাইন রাজ্যের ১৭টি টাউনশিপের মধ্যে ১৫টিতেই নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। খবর ইরাবতীর।
মায়ানমারের সংবাদমাধ্যম ইরাবতী জানায়, গত বৃহস্পতিবার (১৪ ডিসেম্বর) আরাকান আর্মি বাংলাদেশের সীমান্তসংলগ্ন রাখাইন রাজ্য ও চিন রাজ্যের পালেতওয়ার ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ঘোষণা করে। এমনকি জান্তা বাহিনীর কাছ থেকে ১৪২টি সেনাঘাঁটি দখল করেছে।
গত বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে আরাকান আর্মি জানায়, তারা গত ৪৫ দিন ধরে জান্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে টানা যুদ্ধ করছিল। তাদের প্রতিরোধের মুখে টিকতে না পেরে রাখাইনের রাজধানী সিতওয়ে থেকে পিছু হটে জান্তা। পরে রাজ্যটির আরো ১৫টি শহরের নিয়ন্ত্রণ নেয় আরাকান আর্মি। পাশাপাশি পালেতওয়া শহরের ১৭টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের দখল নেয় তারা।
তবে রাখাইনের বেশিরভাগ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিলেও ম্রউক উ, পাকতাও ও মংডু শহরের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার জন্য জান্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে তুমুল লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে আরাকান আর্মি।
মায়ানমার আরাকান আর্মি (এএ), মায়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ) এবং তাআং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ) গঠিত জোট ‘থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স’ গত অক্টোবরের শেষদিকে যৌথ আক্রমণ শুরু করে।
থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স বলছে, তারা চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অবস্থান ও সীমান্ত কেন্দ্রগুলো দখল ফেলেছে।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, ২০২১ সালে ক্ষমতা দখলের পর থেকে এটাই জান্তা বাহিনীর জন্য সবচেয়ে বড় সামরিক চ্যালেঞ্জ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

৮৯.৬ শতাংশ ভোট পেয়ে ফের মিসরের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন সিসি

আপনজন ডেস্ক: মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাতেহ আল-সিসি ৮৯.৬ শতাংশ ভোট পেয়ে ছয় বছরের মেয়াদে আবারও জয়ী হয়েছেন। দেশটির নির্বাচন কর্তৃপক্ষ সোমবার এক ঘোষণায় এ তথ্য জানিয়েছে। কর্তৃপক্ষের প্রধান হাজেম বাদাউয়ি বলেছেন, ৬৬.৮ শতাংশে ভোটার ভোট দিয়েছেন। তিনি এ সংখ্যাকে ‘অভূতপূর্ব’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এক দশক ধরে সবচেয়ে জনবহুল আরবদেশ শাসন করা সাবেক সেনাপ্রধান সিসির পক্ষে তিন কোটি ৯০ লাখেরও বেশি লোক তাদের ভোট দিয়েছে। ১০ থেকে ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত ভোটে প্রেসিডেন্ট সিসি তিনজন প্রার্থীর সঙ্গে লড়াই করেন। রিপাবলিকান পিপলস পার্টির নেতৃত্ব দেওয়া হাজেম ওমর ৪.৫ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন। অন্য দুই প্রার্থী ছিলেন বামপন্থী মিসরীয় সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা ফরিদ জাহরান এবং শতাব্দী প্রাচীন কিন্তু অপেক্ষাকৃত প্রান্তিক দল ওয়াফড থেকে আবদেল-সানাদ ইয়ামামা। আগামী এপ্রিল থেকে সিসি তৃতীয় মেয়াদে দায়িত্ব শুরু করবেন।

মেক্সিকোতে হলিডে পার্টিতে হামলা, নিহত ১২

আপনজন ডেস্ক: মেক্সিকোর গুয়ানাজুয়াতো প্রদেশে একটি হলিডে পার্টিতে বন্দুক হামলায় ১২ জন নিহত হয়েছেন। আসন্ন বড়দিন উৎসবকে সামনে রেখে ওই পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। সোমবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা রয়টার্স। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মধ্য মেক্সিকোর গুয়ানাজুয়াতো প্রদেশে রোববার এই হামলার ঘটনা ঘটে বলে মেক্সিকান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। সেসময় সশস্ত্র গোষ্ঠী সদস্যরা পোসাদা নামে ঐতিহ্যবাহী মেক্সিকান পার্টিতে যোগদানকারীদের ওপর গুলি চালায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব আরবি ভাষা দিবস উদযাপন

আপনজন ডেস্ক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব আরবি ভাষা দিবস উদযাপিত হয়েছে। বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয়বারের মতো দিবসটি উদযাপন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগ ও সেন্টার ফর অ্যারাবিক টিচিং ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ। আজ সোমবার (১৮ ডিসেম্বর) সকালে অনুষ্ঠিত বর্ণাঢ্য র‌্যালিতে অংশ নেন আরবি বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলা থেকে পদযাত্রা শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করেন।
এরপর আর সি মজুমদার অডিটোরিয়ামে আরবি ভাষা বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আব্দুল বাছির। সেন্টার ফর অ্যারাবিক টিচিং এর পরিচালক অধ্যাপক ড. আব্দুল কাদিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ড. মো. নুরে আলম।
অধ্যাপক ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক বলেন, ‘আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস দেড় হাজার বছরের বেশি সময়ের ইতিহাস। আরব-কবি সম্রাট ইমরুল কায়েসের কবিতা আজও প্রাসঙ্গিক। পবিত্র কোরআন ও হাদিস এ ভাষাকে চিরজীবী করেছে। এটাই আরবি ভাষা ও সাহিত্যের অনবদ্য স্বীকৃতি। আধুনিক যুগে নিত্য-নতুন শব্দগুলো ইংরেজিতে পরিচিত হলেও আরবি ভাষায় এসব শব্দের জন্য নতুন পরিভাষা তৈরি করা হয়। এটাই ভাষার অনন্য বৈশিষ্ট্য।’
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির বলেন, ‘রাসুল (সা.)-এর যুগ থেকে খলিফাদের শাসনামল দেখলে বোঝা যায়, ইসলানের ইতিহাসে আরবি ভাষার সাহিত্য কতটা সমৃদ্ধ ছিল। আরবি ভাষা চর্চা ও এর সাহিত্য ভাণ্ডার যুগে যুগে বহু জাতিকে আলোকিত করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষা দিবস উদযাপন হচ্ছে এতে আমরা খুবই আনন্দিত।
আরো বেশি খুশি হব যখন শিক্ষার্থীরা কর্মক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। আমি আশা করব, শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে এই ভাষা শিখবে এবং নিজেদের যোগ্য করে তুলবে।’
প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘অনেকেই বলে আরবি ইসলামের ভাষা। আরবি রাসুলের ভাষা। কিন্তু আরবি ভাষার ইতিহাস আরো অনেক প্রাচীন। তখনও আরবি সাহিত্য ছিল সমৃদ্ধ। মূলত কবিতা এই ভাষাভাষীদের রক্তেই বহমান ছিল। বর্তমানে প্রতিদিন ১ দশমিক ৬ বিলিয়ন মানুষ আরবি ভাষায় কথা বলে বা এর চর্চা করে। জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি। আর আরবি ভাষার মধ্য দিয়ে তা বিস্তার লাভ করে। মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের দেশের মানুষ সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ে এই ভাষায়। আশাকরি, এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।’

ইসরায়েল অভিমুখে জাহাজ চালানো বন্ধ করল ওওসিএল

আপনজন ডেস্ক: এবার ইসরায়েল অভিমুখী তার সকল কার্গো জাহাজ বন্ধ করার ঘোষণা দিল হংকং-ভিত্তিক চীনা শিপিং কোম্পানি ওরিয়েন্ট ওভারসিস কন্টেইনার লাইন (ওওসিএল)। ইয়েমেনের সেনাবাহিনী ইসরায়েল অভিমুখী যেকোনও জাহাজে হামলা চালানোর যে হুঁশিয়ারি দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতেই এ ঘোষণা দিল চীনা জাহাজ কোম্পানিটি। ইয়েমেনের সেনাবাহিনী দেশটির উপকূলে ইসরায়েলগামী দু’টি কন্টেইনার জাহাজে হামলা চালানোর দু’দিন পর রবিবার ওওসিএল এক বিবৃতিতে এই ঘোষণা দিল।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ইসরায়েল থেকে এবং ইসরায়েল অভিমুখে কোনও জাহাজ পরিচালনা করবে না ওওসিএল।” অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বর্বরতার প্রতিবাদে গত কয়েক সপ্তাহে ইসরায়েল অভিমুখী বেশ কয়েকটি জাহাজে হামলা চালিয়েছে ইয়েমেনের সেনাবাহিনী। ইয়েমেন বলেছে, যতদিন গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধাপরাধ চলবে ততদিন এরকম হামলাও অব্যাহত থাকবে। দেশটির সেনাবাহিনী আরও বলেছে, যেসব জাহাজ ইসরায়েলের কোনও বন্দরে যাবে না সেসব জাহাজের কোনও ক্ষতি করা হবে না। ইয়েমেনের হামলার ভয়ে এরইমধ্যে ইসরায়েলের মালিকানাধীন জাহাজগুলো লোহিত সাগর ও বাব আল-মান্দাব প্রণালি এড়িয়ে বিকল্প ব্যয়বহুল রুট বেছে নিয়েছে। সম্প্রতি ইসরায়েলি নৌবাহিনীর সাবেক কমান্ডার এলিজার মারুম বলেন, ইসরায়েলের শতকরা ৯৫ ভাগ আমদানি রফতানি লোহিত সাগরের মাধ্যমে হয়। কাজেই ইয়েমেন কার্যত আমাদের বিরুদ্ধে নৌ অবরোধ আরোপ করেছে।”
লোহিত সাগর এড়িয়ে চলতে হলে ইসরায়েল অভিমুখী যেকোনও জাহাজকে পুরো আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরে ১৩,০০০ কিলোমিটার অতিরিক্ত পথ পাড়ি দিয়ে ইসরায়েলে পৌঁছাতে হবে।
চীনা কোম্পানিটির আগে শুক্রবার প্রথমবারের মতো বিশ্বের দু’টি বৃহৎ শিপিং কোম্পানি লোহিত সাগর দিয়ে তাদের পণ্য পরিবহন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে। ড্যানিশ কোম্পানি মায়ার্স্ক এবং জার্মান কোম্পানি হ্যাপাগ-লয়েড পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত লোহিত সাগর দিয়ে জাহাজ না চালানোর সিদ্ধান্ত জানায়।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০১ মি.

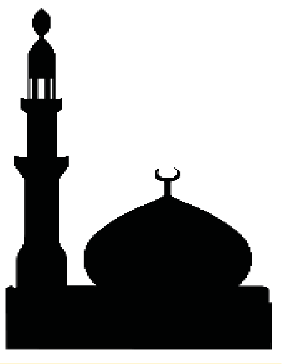

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৫	৬.১১
যোহর	১১.৩৯	
আসর	৩.২০	
মাগরিব	৫.০১	
এশা	৬.১৬	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৩	

লিবিয়া উপকূলে ৬১ অভিবাসীর মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: লিবিয়া উপকূলে নৌকা ডুবে ৬১ জন অভিবাসীর মৃত্যু হয়েছে। রোববার আন্তর্জাতিক অভিবাসনবিষয়ক সংস্থা (আইওএম) এই খবর নিশ্চিত করে।
লিবিয়ায় আইওএমের কার্যালয় জানিয়েছে, লিবিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জুওয়ারা এলাকা থেকে ছেড়ে যাওয়ার পর নৌকাটি দুর্ঘটনায় পড়ে। ভূমধ্যসাগরে বড় বড় ঢেউয়ের ধাক্কার কারণে নৌকাটি ডুবে যেতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ সময় ২৫ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

জাবালিয়া ক্যাম্পে ইসরায়েলি হামলা, নিহত ৯০

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজার উত্তরাঞ্চলে জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। এতে অন্তত ৯০ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে শতাধিক। আল জাজিরার লাইভ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, গতকাল রোববারের এ বিমান হামলা আল-বারাশ এবং আলওয়ান পরিবারের এক আবাসিক ব্লকে চালানো হয়েছে।
নিহতদের মধ্যে নারী ও শিশুও আছে। এ ছাড়া এখনো নিখোঁজ রয়েছে অনেকে। আশংকা করা হচ্ছে, ধ্বংসস্তূপের নিচে অনেক লাশ আছে। তাদের উদ্ধারে স্থানীয়রা চেষ্টা চালাচ্ছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আহত অনেক নারী ও শিশুকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু হাসপাতালগুলো ইতিমধ্যেই রোগী দিয়ে পূর্ণ হয়ে আছে।
তিনি ফোনে রয়টার্সকে বলেছেন, আমাদের ধারণা ধ্বংসস্তূপের নিচে নিহতের সংখ্যা অনেক। কিন্তু সেসব লাশ উদ্ধার করার মতো পরিস্থিতিও নাই ইসরায়েলি বাহিনী অবিরাম তীব্র বোমা বর্ষণের কারণে।

সীমান্তে সুড়ঙ্গ-বিরোধী প্রাচীর নির্মাণের পরিকল্পনা করছে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় প্রায় আড়াই মাস ধরে নির্বিচারে বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। এর সঙ্গে চলছে স্থলপথেও অভিযান। অবিরাম এই হামলায় গাজা অনেকটাই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে যোগাযোগ ব্যবস্থাও। তবে এরপরও হামাস শক্ত অবস্থান ধরে রেখেছে। চালাচ্ছে পাল্টা হামলাও। হামাসের দুর্ভেদ্য সুড়ঙ্গ নেটওয়ার্কের কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে বলে মনে করা হয়। আর তাই এবার সীমান্তে সুড়ঙ্গ-বিরোধী প্রাচীর নির্মাণের পরিকল্পনা করছে ইসরায়েল।
ইসরায়েলের স্থানীয় গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে রোববার (১৭ ডিসেম্বর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা আনাদোলু। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজা উপত্যকা এবং মিসর সীমান্তের কাছে ইসরায়েল ভূগর্ভস্থ অ্যান্টি-টানেল (সুড়ঙ্গ-বিরোধী) প্রাচীর নির্মাণের পরিকল্পনা করছে বলে রোববার স্থানীয় গণমাধ্যমে বলা হয়েছে। ইসরায়েলের আর্মি রেডিও জানিয়েছে, গাজায় বর্তমান যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ফিলাডেলফিয়া অক্ষে এই প্রাচীর নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সম্প্রচারকারী এই সংস্থার মতে, ইসরায়েলের একটি প্রতিনিধি দল প্রাচীর নির্মাণের বিষয়ে আলোচনার জন্য মিসরে গিয়েছিলেন।

পরপর দুই ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ল উত্তর কোরিয়া

আপনজন ডেস্ক: উত্তর কোরিয়া পরপর দুটি ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে বলে দাবি করেছে দক্ষিণ কোরিয়া।
বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, সোমবার সকালের দিকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উত্তর কোরিয়া পরপর দুটি ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষামূলকভাবে উৎক্ষেপণ করেছে। এর মধ্যে একটি ক্ষেপণাস্ত্র দূরপাল্লার অর্থাৎ আন্তমহাদেশীয় (আইসিবিএম) বলে মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়া একত্রে উত্তর কোরিয়াকে হুমকি দিয়ে বলেছিল, পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করলে কিমের দেশকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই সোমবার উত্তর কোরিয়া পরপর দুটি ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে উত্তর কোরিয়ার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে এখনো কিছু জানানো হয়নি।
ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে উত্তর কোরিয়ার উপর আগেই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। তা সত্ত্বেও গত এক বছরে একের পর এক ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে কিম জং উনের দেশ। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে, সোমবার জাপানের উপকূলরক্ষী বাহিনী জানিয়েছে, উত্তর কোরিয়ার ছোড়া একটি ক্ষেপণাস্ত্র হোক্কাইডোর কাছে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। উত্তর করিয়া থেকে ছোঁড়ার এক ঘণ্টা পরে সেটি সমুদ্রে গিয়ে পড়ে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৮ বর্ষ, ৩৪১ সংখ্যা, ২ পৌষ ১৪৩০, ৫ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

এই পৃথিবী মানবের তরে

স্কটিশ লেখক রবার্ট লুইস স্টিভেনসন ১৮৮৬ সালে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'ডক্টর জেকিল ও মিস্টার হাইড'। একই মানুষের দুইটি রূপ ছিল—ভালো সত্তাটি হইল 'ডক্টর জেকিল' এবং খারাপ সত্তাটি মিস্টার হাইড। গ্রন্থটির মূল বক্তব্য এক কথায় :মানুষ একই সঙ্গে দেবতা ও দানব। এই চিত্র আমরা সমগ্র মানবজাতির ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই। শুভ সত্তাসম্পন্ন ডক্টর জেকিলদের মাধ্যমে পৃথিবী মানুষের জন্য একদিকে বসবাস উপযুক্ত হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিবে, অন্যদিকে অশুভ সত্তার 'মিস্টার হাইডদের' মাধ্যমে পৃথিবী অগ্রসর হইতে থাকিবে ধ্বংসের দিকে। ইহা যেন শুভ-অশুভের লড়াই। প্রসঙ্গক্রমে আমরা স্মরণ করিতে পারি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তিনসঙ্গী' গল্পের 'শেষ কথা'র আংশটি। অচিরা তার নানাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি সেদিন বলছিলে না, মানুষের সত্য তার তপস্যার ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে উঠছে? তার অভিব্যক্তি বায়োলজির নয়।' তখন দাদু বলিলেন, '...পৃথিবীতে বর্বর মানুষ জন্তুর পর্যায়ে। কেবলমাত্র তপস্যার ভিতর দিয়ে সে হয়েছে জ্ঞানী মানুষ। আরো তপস্যা সামনে আছে, আরো স্থূলত্ব বর্জন করতে হবে, তবে সে হবে দেবতা। পুরাণে দেবতার কল্পনা আছে, কিন্তু অতীতে দেবতা ছিলেন না, দেবতা আছেন ভবিষ্যতে, মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে।'

অর্থাত্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার সৃষ্ট চরিত্রের মাধ্যমে জানাইয়াছেন, এই সভ্যতা যতই আগাইয়া যাইবে ততই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা বাড়িবে। অন্যদিকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বৈজ্ঞানিক অ্যাভি লোয়েব বলিয়াছেন, যেই দিন মানুষ প্রযুক্তির শীর্ষে পৌঁছাইয়া যাইবে, সবচাইতে উন্নত প্রযুক্তিগত ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে, সেই দিন মানবজাতি ধ্বংসের মুখে পৌঁছাইয়া যাইবে। তিনি মনে করেন, 'মানুষের লোভের কারণে যেইভাবে পৃথিবীর অবস্থা দিনদিন খারাপ হইতেছে, তাহাতে মনে হয় না মানুষ আর খুব বেশি দিন পৃথিবীতে থাকিতে পারিবে। তিনি বলেন, 'ক্লাইমেট চেঞ্জ তো রহিয়াছেই, তাহার সহিত মানুষের তৈরি দুইটি আরো ভয়ংকর সমস্যা সম্মুখীন হইবে পৃথিবী। প্রথমটি মহামারি। দ্বিতীয়টি যুদ্ধ। ইতিমধ্যে জলবায়ুর লাগাতার পরিবর্তনে হিমবাহ দ্রুত গলিয়া যাইতেছে। সমুদ্রের উচ্চতা প্রতিনিয়ত বাড়িতেছে। কয়েক শত বত্সর ধরিয়া ঘুমাইয়া থাকা আগ্নেয়গিরিগুলি পুনরায় জাগিয়া উঠিতেছে। দাবানলের সংখ্যা বাড়িতেছে দিনকে দিন। অন্যদিকে বিভিন্ন শক্তিধর দেশে শত শত পারমাণবিক বোমা বসানো-ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করা আছে। অন্তত ১ হাজার ৮০০ পরমাণু বোমা রহিয়াছে, যেইগুলি খুব স্বল্প সময়ের নোটিশে নিক্ষেপ করা যাইবে। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট ইতিপূর্বে বলিয়াছে, বর্তমানে বিশ্বে যেই পরিমাণ পরমাণু বোমা মজুত রহিয়াছে তাহা দিয়া সমগ্র বিশ্বকে ৩৮ বার পুরাপুরি ধ্বংস করিয়া ফেলা যাইবে।

সুতরাং পৃথিবীতে চলিতেছে শুভ-অশুভ শক্তির দ্বন্দ্ব। মানুষই দেবতা, মানুষই দানব। উভয় শক্তিরই দড়ি টানাটানি হইতেছে। যাহার জোর অধিক তাহারই জয় হইবে। কাজী নজরুলের মতো বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া জাহান্নামের আগুনে বসিয়া পুষ্পের হাসি দেওয়া কি কাহারো পক্ষে সম্ভব? এই পৃথিবীকে রক্ষা করিতে হইলে শক্তিবৃদ্ধি করিতে হইবে শুভ সত্তার, যাহাতে বিনাশ ঘটানো সম্ভব হয় দানবসত্তার। আমরা কেবল আশাবাদ ব্যক্ত করতে পারি, বিধ্বংসী ঝড়বৃষ্টির পর প্রকৃতি শান্ত হইবে, দিকে দিকে যুদ্ধ-অশান্তি-নরহত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞের পর সকলের নিশ্চয়ই উপলব্ধি ঘটিবে—এই পৃথিবী মানবের তরে, দানবের তরে নহে।

……

মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কি স্বাধীনতা হারাচ্ছে?/১

ইহুদি শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ইস্যুতে 'যথেষ্ট জোরালো' অবস্থান নিতে না পারার অভিযোগে ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার প্রেসিডেন্ট লিজ ম্যাগিলকে পদত্যাগ করেছেন। একই অভিযোগে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ক্লডিন গে ও স্যালি কর্নব্লাথের পদত্যাগের দাবি উঠছে। তবে এই সবকিছুকে ছাপিয়ে আইভি লিগ-ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো এখন নতুন এক প্রশ্নের মুখোমুখি। তা হলো, কোনো এক বা একাধিক গোষ্ঠীর দাবিতে প্রেসিডেন্টকে পদত্যাগে বাধ্য করার এই রীতি কি যুক্তরাষ্ট্রের একাডেমিক ফ্রিডমকে (শিক্ষাব্যবস্থার স্বাধীনতা) বাধাগ্রস্ত করতে চলেছে? লিখেছেন **শেখ সাবিহা আলম**।

STOP THE GENOCIDE
IN GAZA
APARTHEID
HARVARD OUT
O CCUPIED
ESTINE

ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধ শুরুর পর যুক্তরাষ্ট্রের আইভি লিগ-ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন। আমরা ৭ অক্টোবরের পর থেকে আজ ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কে কয়েকটা পর্বে ভাগ করতে পারি।

প্রথম পর্বে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, শিক্ষক ও ছাত্রদের বক্তৃতা-বিবৃতি, পাল্টাবিবৃতি দিতে দেখেছি। পরের পর্বগুলোয় মিছিল-সমাবেশ, আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের হয়রানি ও দিন কয়েক আগে হার্ভার্ড, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া ও ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) তিন প্রেসিডেন্টকে কংগ্রেস সদস্য এলিস স্টিফানিকের জেরার মুখে পড়তে দেখি।

সবশেষ খবর হলো, ইহুদি শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ইস্যুতে 'যথেষ্ট জোরালো' অবস্থান নিতে না পারার অভিযোগে ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার প্রেসিডেন্ট লিজ ম্যাগিলকে পদত্যাগ করেছেন। একই অভিযোগে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ক্লডিন গে ও স্যালি কর্নব্লাথের পদত্যাগের দাবি উঠছে।

তবে এই সবকিছুকে ছাপিয়ে আইভি লিগ-ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো এখন নতুন এক প্রশ্নের মুখোমুখি। তা হলো, কোনো এক বা একাধিক গোষ্ঠীর দাবিতে প্রেসিডেন্টকে পদত্যাগে বাধ্য করার এই রীতি কি যুক্তরাষ্ট্রের একাডেমিক ফ্রিডমকে (শিক্ষাব্যবস্থার স্বাধীনতা) বাধাগ্রস্ত করতে চলেছে?

এই প্রশ্নের অবতারণার কারণ যুক্তরাষ্ট্রের 'অভিজাত' এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় ইসরায়েলপন্থী ধনকুবেরদের বিপুল অনুদান আছে। পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট দুই দলের রাজনীতিবিদদের পেছনেও ইসরায়েলপন্থীদের বিনিয়োগ আছে।

আমরা অনেকেই আমেরিকান ইসরায়েল পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটির (আইপ্যাক) কথা শুনেছি। এই কমিটির কাজই হলো ইসরায়েলপন্থী নীতি ও আইন প্রণয়নে রাজনীতিকদের উদ্বুদ্ধ করা।

কয়েক দিন আগেই দ্য নিউইয়র্ক টাইমস, 'অ্যাজ ফিউরি ইরাপ্টস ওভার ক্যাম্পাস অ্যান্টিসেমিটিজম, কনজারভেটিভস সিজ দ্য মোমেন্ট' নামে একটি প্রতিবেদন ছেপেছে। তারা লিখেছে, রক্ষণশীলেরা অনেক দিন ধরে মার্কিন ভোটারদের বলার চেষ্টা করে আসছিলেন যে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোয় বিপ্লবী ভাবধারার প্রতি যে অনুরাগ, তা শুধু ভুল নয়, বিপজ্জনকও।

টাইমস মনে করছে, ইসরায়েল-ফিলিস্তিন ইস্যুতে এই রক্ষণশীলেরা হালে পানি পেয়েছে। তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন কিছু ডেমোক্র্যাটও।

ফলে, ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে নানা জটিল মেরুকরণের মধ্যে আরেকটি ধারা স্পষ্ট হচ্ছে। তা হলো একদিকে ইসরায়েলের প্রতি সংবেদনশীল ধনকুবের ইহুদি, কংগ্রেস ও হোয়াইট হাউসের ইসরায়েলপন্থী কজন, ছাত্রছাত্রীদের একাংশ, অন্যদিকে শিক্ষাব্যবস্থার স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী।

শেষ পর্যন্ত এই স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা বুঝতে আরও কিছুটা সময় প্রয়োজন।

আইভি লিগভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কোনগুলো, কি হচ্ছে সেখানে? যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থায় ব্রাউন, কলাম্বিয়া, কর্নেল, ডার্টমাউথ, হার্ভার্ড, পেনসিলভানিয়া, প্রিন্সটন ও ইয়েল—জাঁদরেল এই আটটি প্রতিষ্ঠান আইভি লিগ-ভুক্ত। প্রতিষ্ঠানগুলোকে আইভি লিগ-ভুক্ত কেন বলা হয়, তার সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা নেই। এর সঙ্গে খেলাধুলার একটা যোগ থাকতে পারে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ফুটবলে খুবই শক্তিশালী এবং অ্যাথলেটিক কনফারেন্সে মিলিত হতো। ১৯৩৭ সালে নিউইয়র্ক হেরাল্ড প্রথম এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আইভি লিগ-ভুক্ত বলে উল্লেখ করে। অনেকে আবার আইভি গাছের সঙ্গে সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করেন। সে যা-ই হোক, যুক্তরাষ্ট্রে আইভি লিগ খুব হেলাফেলার বিষয় নয়। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী কোন ইস্যুতে কী করছেন বা কী বলছেন, তার দিকে নজর থাকে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের।

কয়েক দিন আগেই দ্য নিউইয়র্ক টাইমস, 'অ্যাজ ফিউরি ইরাপ্টস ওভার ক্যাম্পাস অ্যান্টিসেমিটিজম, কনজারভেটিভস সিজ দ্য মোমেন্ট' নামে একটি প্রতিবেদন ছেপেছে। তারা লিখেছে, রক্ষণশীলেরা অনেক দিন ধরে মার্কিন ভোটারদের বলার চেষ্টা করে আসছিলেন যে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোয় বিপ্লবী ভাবধারার প্রতি যে অনুরাগ, তা শুধু ভুল নয়, বিপজ্জনকও। টাইমস মনে করছে, ইসরায়েল-ফিলিস্তিন ইস্যুতে এই রক্ষণশীলেরা হালে পানি পেয়েছে। তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন কিছু ডেমোক্র্যাটও।

বলা চলে, এই দফায় তর্ক-বিতর্কের সূচনা হয় হার্ভার্ড থেকে। ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর হার্ভার্ডে ছাত্রদের একাধিক সংগঠন একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। ওই বিবৃতিতে ছাত্রছাত্রীরা হামাসের এই হামলার জন্য এককভাবে ইসরায়েলকে দায়ী করে।

পরবর্তী সময়ে অবশ্য ছাত্রসংগঠনগুলোর একজন মুখপাত্র নতুন আরেকটি বিবৃতিতে জানায়, তারা বেসামরিক জনগণের ওপর হামলার বিরুদ্ধে, এমন হামলা নিন্দনীয়। এই জনগণ ফিলিস্তিনি, ইসরায়েলি বা যে-ই জাতিগোষ্ঠীরই হোক না কেন।

তাদের এই বিবৃতিতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। দ্রুতই একটি পক্ষ ইহুদিবিদ্বেষী হিসেবে চিহ্নিত করে ওই সব ছাত্রছাত্রীকে। ক্যাম্পাসে একটি ট্রাকে ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন করে ওই সব ছাত্রছাত্রীর নাম, পরিচয় ও ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করতে থাকে। অনেক ছাত্রছাত্রী তাদের স্বাক্ষর প্রত্যাহার করে নেয়।

হার্ভার্ড প্রেসিডেন্ট ক্লডিন গে ওই বিবৃতি প্রকাশের তিন দিন পর পাল্টা একটি বিবৃতিতে উল্লেখ করেন যে, হামাসের সন্ত্রাসী হামলা একটা অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ এবং কিছু ছাত্রসংগঠনের এই বক্তব্যই হার্ভার্ডের প্রকৃত অবস্থান নয়।

বিবৃতি পাল্টাবিবৃতি, পক্ষে-বিপক্ষে মিছিল-সমাবেশ বিতর্কের ঢেউ গিয়ে পড়ে প্রায় সব প্রতিষ্ঠানে। সবচেয়ে বেশি বিতর্ক হয় একটি স্লোগান ঘিরে, আর তা হলো 'ফ্রম দ্য রিভার টু দ্য সি/প্যালেস্টাইন উইল বি ফ্রি'। ইহুদি ও মুসলিম দুই ধর্মের ছাত্রছাত্রীরাই নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কথা জানায়।

ব্রাউন ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিনা প্যাক্সসন ১০ অক্টোবর মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসা কোথায় পাওয়া যাবে, সেই তথ্য জানিয়ে বিবৃতি প্রকাশ করেন। এই বিবৃতির মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ইসরায়েলের অ্যাপারথেইড রেজিমের পক্ষাবলম্বন করছেন বলে কঠোর সমালোচনা করে ব্রাউন স্টুডেন্টস ফর জাস্টিস ইন প্যালেস্টাইন। তারা আরও বলে, ইসরায়েল রাষ্ট্র ফিলিস্তিনি ও ইসরায়েলি বেসামরিক জনগণের দুর্দশার জন্য দায়ী।

অন্যদিকে ব্রাউন স্টুডেন্টস ফর ইসরায়েল জানায় যে তারা সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে ইসরায়েলের পক্ষে দাঁড়াবে। ৮ নভেম্বর ক্যাম্পাসে অবস্থান ধর্মঘট প্রত্যাহারে রাজি না হওয়ায় পুলিশ ব্রাউন স্টুডেন্টস ফর জাস্টিস ইন প্যালেস্টাইন এবং ব্রাউনইউ জিউস ফর সিজ ফায়ার নাউ-এর ২০ ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ অক্টোবর কলাম্বিয়া স্টুডেন্টস ফর জাস্টিস ইন প্যালেস্টাইন একটি খোলা চিঠিতে জানায়, ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের অপরিহার্য অংশ হলো প্রতিরোধ। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও ফিলিস্তিনিরা দখলদার ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছে। এই দখলদারদের যুক্তরাষ্ট্র প্রতিবছর সামরিক সহায়তা হিসেবে বিলিয়ন ডলার দিয়ে থাকে। গত ১০ নভেম্বর ক্যাম্পাস নিরাপত্তাবিষয়ক বিশেষ কমিটির চেয়ার জেরাল্ড রসবার্গ স্টুডেন্টস ফর জাস্টিস ইন প্যালেস্টাইন ও জিউইস ভয়েসেস ফর পিস-এর সব কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জোসেফ মাসাদকে সন্ত্রাসবাদে সমর্থন দেওয়ার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক রাসেল রিকফোর্ডও একই কারণে অভিযুক্ত হয়েছেন। কর্নেলে একজন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। প্যাট্রিক দাই নামের এক ছাত্র ইহুদি ছাত্রদের হত্যার হুমকি দিয়ে পোস্ট দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। ডার্টমাউথ কলেজে ইহুদি ছাত্রদের সংগঠন হিলেল অ্যাট ডার্টমাউথ এবং রোর হাবাড সেন্টার অ্যাট ডার্টমাউথ মোমবাতি প্রজ্বালন কর্মসূচি পালন করে। অন্যদিকে প্যালেস্টাইন সলিডারিটি কোয়ালিশন এবং আল নুর গাজায় নিহত ফিলিস্তিনিদের জন্য শোক ও স্মরণসভায় জমায়েত হয়।

ডার্টমাউথের ছাত্রছাত্রীরা অ্যাপারথেইড থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আহ্বান জানান। ২৭ অক্টোবর এই কলেজের দুজন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ডার্টমাউথ স্টুডেন্ট গভর্নমেন্ট অযথা উত্তেজনা সৃষ্টির অভিযোগ আনে পুলিশের বিরুদ্ধে। ৩০ অক্টোবর ছাত্রছাত্রীরা মুক্তির মিছিল করে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানায় এবং অ্যাপারথেইডের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের দাবি করে।

আগামী কাল সমাপ্ত..

উচ্ছিষ্ট খাবার দিয়ে কাপড়ে লিখে সাহায্য চেয়েছিলেন নিহত জিম্মিরা

বিবিসি

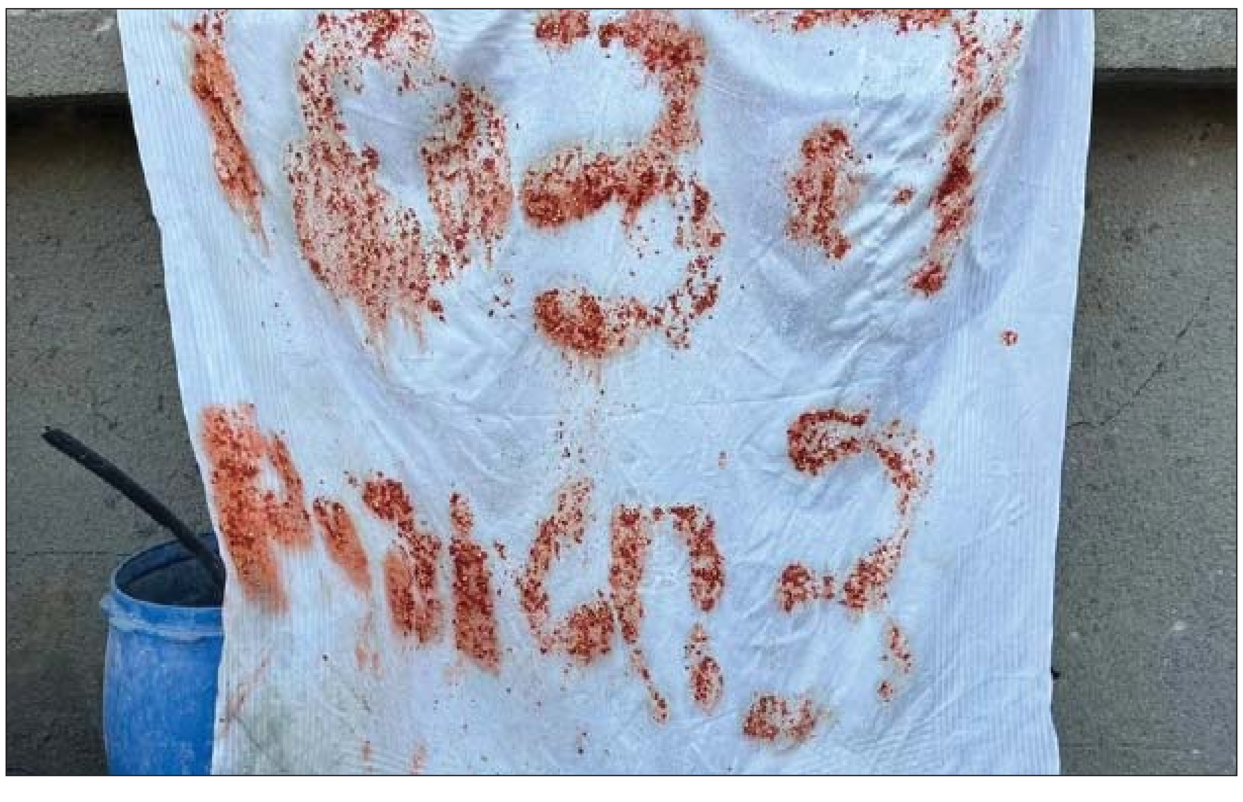

গাজায় ইসরায়েলি সেনারা ভুল করে নিজেদের যে তিন জিম্মিকে মেরে ফেলেছে, মৃত্যুর আগে তারা সাদা কাপড়ের ওপর উচ্ছিষ্ট খাবার দিয়ে চিহ্ন ও শব্দ লিখে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলেন। সাদা কাপড়টি উদ্ধার করেছেন ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) সদস্যরা। কাপড়ে 'সাহায্য করুন', 'তিন জিম্মি' এবং 'এসওএস' চিহ্ন লেখা ছিল বলে জানিয়েছেন ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তারা।

মৃত্যুর আগে কোনো এক সময় জিম্মিরা এটি লিখেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তারা বেশ কিছুদিন ধরেই ওই ভবনটিতে অবস্থান করছিলেন বলেও ধারণা করছে আইডিএফ। আইডিএফের কর্মকর্তারা এটাও স্বীকার করেছেন, সাদা পতাকাধারী ব্যক্তিদের হত্যা করে সেনারা 'নিয়ম লঙ্ঘন' করেছেন।

গত শুক্রবার গাজার উত্তরে শেজাইয়াতে অভিযানের সময় নিজেদের এ তিন জিম্মিকে ভুল করে হত্যা করে ইসরায়েলি সেনারা। ইয়োতাম হাইম (২৮), সামের তালালকা (২২) এবং অ্যালন শামরিজ (২৬) নামের ওই তিন ইসরায়েলি যুবককে গত ৭ অক্টোবর ধরে এনেছিল হামাস। অভিযানের সময় যখন এই তিন যুবককে গুলি করা হয়েছিল, তখন তাদের হাতে ওই সাদা কাপড়টি ছিল।

এ ঘটনার জন্য ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করা হলেও হত্যার নিন্দা জানিয়ে বিক্ষোভ করে আসছে ইসরায়েলের সাধারণ নাগরিকরা। এ ছাড়া এখনো যেসব ইসরায়েলি নাগরিক হামাসের কাছে জিম্মি রয়েছে, সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে তাদেরকে মুক্ত করার জন্য ইসরায়েলের সরকারে ওপরও চাপ বাড়ছে।

গাজা উপত্যকায় এখনো প্রায় ১২০ জন ইসরায়েলি হামাসের হাতে বন্দি রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে আকস্মিকভাবে হামলা চালিয়ে তাদেরকে জিম্মি করে হামাস। ওই হামলায় প্রায় এক হাজার ২০০ ইসরায়েলি নাগরিক নিহত হয়েছিল।

হামলার ঘটনার পর প্রতিশোধ হিসেবে গাজায় ব্যাপক সামরিক অভিযান শুরু করে ইসরায়েল। 'হামাসকে নিশ্চিহ্ন' করার লক্ষ্যেই অভিযান চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে আইডিএফ। এই অভিযানে ১৮ হাজারেরও বেশি গাজাবাসী নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া উদ্বাস্তু হয়েছে কয়েক লাখ মানুষ।

এদিকে জিম্মিদের হত্যার ঘটনা তদন্তে রবিবার ঘটনাস্থল ও তার আশপাশের কয়েকটি ভবনে তল্লাশি চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে আইডিএফ। ওই সময় সাদা কাপড়টি পাওয়া গেছে বলে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

গত অক্টোবরে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এ মাসের শুরুতে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে একটি সমঝোতা হয়। এই সমঝোতার মধ্যে অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির পাশাপাশি জিম্মি বিনিময়ও করা হয়। তখন বন্দি ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুদের ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে ১০০ জনেরও বেশি ইসরায়েলি জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছিল হামাস।

যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার পর গাজায় আবারও সামরিক অভিযান শুরু করে ইসরায়েল। তখন থেকেই নতুন যুদ্ধবিরতি ঘোষণার মাধ্যমে হামাসের হাতে বন্দি থাকা বাকি স্বজনদের উদ্ধারের দাবি জানিয়ে ইসরায়েলি সরকারের ওপর চাপ দিয়ে আসছে জিম্মিদের পরিবারের সদস্যরা।

যদিও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু তাদের এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন 'জিম্মিদের মুক্ত করা এবং বিজয় নিশ্চিত করার জন্যই সামরিক শক্তি বাড়ানো প্রয়োজন'।

এরপর যতই দিন গেছে, ততোই গাজায় সামরিক শক্তি বাড়িয়েছে ইসরায়েল। আর তাতে সমর্থন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এতে গাজায় বেসামরিক মানুষের হতাহতের সংখ্যা ক্রমেই বেড়েছে। এ অবস্থায় ইসরায়েল ও তার ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্র বেশ আন্তর্জাতিক চাপের মধ্যেও পড়েছে।

সর্বশেষ রবিবার ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাথরিন কোলোনা ইসরায়েলে গিয়ে 'অবিলম্বে একটি টেকসই যুদ্ধবিরতির' আহ্বান জানিয়েছেন। যুক্তরাজ্য ও জার্মানির পক্ষ থেকেও একই আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু এসব আহ্বানে সাড়া না দিয়ে ইসরায়েলের পক্ষ থেকে উল্টো বলা হয়েছে, এই মুহূর্তে গাজায় যুদ্ধবিরতি দেওয়াটা একটি ভুল হবে। যুদ্ধবিরতি দিলে সেটি হামাসের হাতে উপহার তুলে দেওয়া হবে বলেও বর্ণনা করেছে ইসরায়েল সরকার।

গত অক্টোবর থেকে টানা বোমাবর্ষণের মুখে গাজা উপত্যকার একটি বড় এলাকা ইতিমধ্যে ধ্বংস হয়ে গেছে। উদ্বাস্তু হয়েছে লাখ লাখ মানুষ। খাদ্য, বস্ত্র ও ওষুধের অভাবে সেখানে এখন চরম মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। রবিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে, খাবারের জন্য ত্রাণবাহী লরির পেছনে ওঠার চেষ্টা করছেন গাজার উদ্বাস্তুরা।

সূত্র : বিবিসি

প্রথম নজর

গ্রামের ছাত্র-ছাত্রী বলে হীনমন্যতায় ভুগো না: বিজ্ঞানী মলয় ব্যানার্জি

বিশেস প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন:প্রায়শই শোনা যায় গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা-দীক্ষায় নানান অপ্রতুলতার কথা। এই কথাকে বিশেষ আমল না দিতে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি দৃঢ়তার সাথে আহ্বান জানালেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও আইআইটি ভুবনেশ্বর-এর অধ্যাপক ড. মলয় ব্যানার্জি। তিনি বলেন হতে পারে শহরের তুলনায় গ্রামে শিক্ষায় ও শিক্ষা উপকরণে সুযোগ-সুবিধা কিছু কম পাওয়া যায়, কিন্তু তা বলে হীনমন্যতার কোনো কারণ নেই। গ্রামে থেকে লেখাপড়া শিখেই উঠে এসেছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, রাধানাথ শিকদারের মতো মহান বিজ্ঞানীরা।

রবিবার হাওড়া জেলার প্রান্তিক অঞ্চলে অনুসন্ধান কলকাতার সহযোগিতায় শতবর্ষের প্রাচীন বিদ্যালয় খালনা রায় রাধাগোবিন্দ ইনস্টিটিউশনে আয়োজন করা হয়েছিল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ এক কর্মশালা। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বড় হওয়ার বীজ বপন করতে মূলত বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের উদ্যোগেই ছিল এদিনের এই কর্মশালার আয়োজন। আসন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে ক্লাস নাইন এবং ইলেভেনের ছাত্র-ছাত্রীরা সোৎসাহে অংশ নেয় সারাদিনের এই কর্মশালায়।

বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি নবকুমার সানা, প্রধান শিক্ষক সুখেন্দু বিকাশ রিত সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও প্রাক্তনীদের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। হাজির ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী বর্তমানে কর্পোরেট জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রশান্ত ভট্টাচার্য। সমগ্র অনুষ্ঠান তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। এসো বিজ্ঞান করি হাতে কলমে বিভাগটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন প্রবীণ অধ্যাপক বীরেন্দ্রনাথ দাস। অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের মন ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করেন ক্রাইসিস ইন্টারভেনশন-এর প্রতিষ্ঠাতা মনোবিদ সনজিৎ সেনগুপ্ত।

কালিয়াচক কলেজে আরবি ভাষা দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কালিয়াচক

আপনজন: কালিয়াচক কলেজের আরবি বিভাগের উদ্যোগে কলেজের কনফারেন্স হলে পালিত হলো বিশ্ব দিবস ভাষা দিবস। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৬০ জন ছাত্রছাত্রী কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মী অংশগ্রহণ করেন এবং সভাপতির আসন অলংকৃত করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড: নাজিবর রহমান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আরবি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ মুজতবা জামাল এবং ওই বিভাগের শিক্ষক মুন্সীফ আলী রিজভী। এই দিবস উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন ডঃ রিতব্রত গোস্বামী, মিস্টার গজেন বাড়ুই এবং আনোয়ারুল ইসলাম। ছাত্র-ছাত্রীরা হামদ, নাত, আবৃত্তি, কুইজ এবং সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করে। উদ্বোধনী ভাষণে কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার নাজিবর রহমান বলেন ১৯৭৩ সালে আরবি ভাষা ইউনেস্কো দ্বারা জাতিসংঘের ষষ্ঠ ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং ২০১২ সালে ১৮ ডিসেম্বর কে ওয়ার্ল্ড এরাবিক ডে হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে এরাবিক ভাষার কবিতা বেশি সমৃদ্ধ । ইউরোপীয় দেশগুলোর উত্থানের আগে আরবি ভাষাভাষী মধ্য এশিয়ার দেশগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছিল যা বিশ্বকে নতুন দিশা দিয়েছিল। ভাষা কোন সম্প্রদায় বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর নয়, যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে সকলের জন্য সকল ভাষা। আরবি ভাষা ভালো করে শিখতে বা রপ্ত করতে পারলে আরব জগতে বহু কর্মসংস্থান হতে পারে। আরবি শিখে দক্ষিণ ভারতের শিক্ষার্থীরা ব্যবসা এবং চাকরিতে আরব দুনিয়ায় বেশি করে জায়গা করে নিয়েছে। বিশেষ ভাবে কেরালা তামিল নাড়, ও কর্ণাটক এগিয়ে আছে। বাংলাভাষীরা কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় করলে

প্রাথমিক শিক্ষা সংসদে প্রতিনিধির দাবিতে মিছিল

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: উস্থি ইউনাইটেড প্রাইমারি টিচার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন একটি অরাজনৈতিক প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন। বিভিন্ন পেশাগত দাবিদাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন করে নজির সৃষ্টি করেছে সংগঠনটি। সোমবার এই সংগঠনের বাঁকুড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বাঁকুড়া শহরে মিছিল ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হয়। তামলিবাঁধ বাস স্ট্যান্ড থেকে একটি মিছিল বের হয়, মিছিলটি সমগ্র মাচানতোলা পরিক্রমা করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সামনে জমায়েত

হয়। শিক্ষক সংগঠনের দাবী জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদে অন্যান্য প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের মত তাদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিতে হবে। পাশাপাশি বাঁকুড়া জেলার সমস্ত সার্কেল অফিসে প্রতিনিধিত্ব করার দাবি জানান তাঁরা। পরে তাদের একটি প্রতিনিধি দল বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা সংসদের সভাপতি কে তাদের দাবি পত্র তুলে দেন এবং আলোচনা করেন।

অঙ্গনওয়াড়ির খিচুড়িতে মরা মাছি, বিক্ষোভ অভিভাবকদের

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের খিচুড়িতে মরে পড়ে রয়েছে মাছি, মেশানো হয় পান্তা ভাত,যা খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে শিশুরা। অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে খিচুড়ি ফেলে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকেরা। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দুপুর বারোটা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের খোসালপুর গ্রামে। অভিযোগ উঠেছে ওই সেন্টারের চার্জে থাকা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী শকুন্তলা দাসের বিরুদ্ধে।

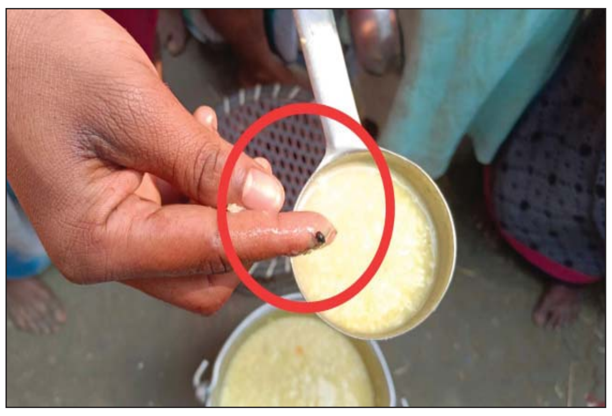

অভিভাবকেরা অভিযোগ করে বলেন,খোলা আকাশের নিচেই চলছে ওই অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার।এই সেন্টারের কর্মী শোভা খাতুন অসুস্থতা জনিত কারণে তিন মাস ধরে ছুটিতে রয়েছেন।অন্য এক কেন্দ্রের কর্মী শকুন্তলা দাসের উপর অতিরিক্ত দায়িত্ব থাকলেও তিনি আসেন না নিয়মিত।তার ছেলে এবং ছেলের বৌমা এসে চালান সেন্টার।ফলে প্রতিদিন খোলে না সেন্টার।সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন ছুটি রাখা হয়।এমনকি সেন্টারে নেই রাঁধুনি।মাসে ৩০০ টাকা ভাড়ার বিনিময়ে এক রাঁধুনি কে রাখা হয়েছে। তার বাড়িতেই হয় রান্না।খাবারেও দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে বেনিয়ম।যে খাবার দেওয়া হয় সেটা অত্যন্ত নিম্নমানের। সরকারি নিয়মানুযায়ী তিন দিন ভাত ও তিনদিন খিচুড়ির সঙ্গে শিশুদের তিনদিন গোটা ডিম ও তিন অর্ধেক ডিম,প্রসূতি মা ও অন্তঃসত্ত্বাদের সপ্তাহে ছ'দিন গোটা ডিম দেওয়া কথা থাকলেও তা দেন না কর্মী।অভিভাবকরা অভিযোগ জানাতে গেলে করা হচ্ছে দুর্ব্যবহার।আয়েশা খাতুন নামে এক অভিভাবিকা জানান,সরকারি নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শিশুদের নিয়মিত খাবার দেওয়া হয় না। যা দেওয়া হয় তা অত্যন্ত নিম্নমানের।খিচুড়ি ছাড়া কোনোদিন ভাত দেওয়া হয় না।বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন ছুটি রাখেন। বলতে গেলেই অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন।স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য গুল মহম্মদ জানান,এই সেন্টার নিয়ে একাধিকবার অভিযোগ উঠেছে,তা সত্বেও তাঁরা শোধরাইনি।সোমবার খিচুড়িতে পাওয়া গেছে মরা মাছি।তাই অভিভাবকেরা বিক্ষোভ দেখিয়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের সিডিপিও আব্দুল সাত্তার জানান,অভিভাবকেরা লিখিত অভিযোগ জানালে বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন।

শহরের রাস্তায় রাবিশ বোঝাই গাড়ি নিজে আটকালেন মেয়র ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শহর কলকাতায় অতিরিক্ত বায়ু দূষণের বিষয়টিকে খতিয়ে দেখতে সোমবার পথে নামলেন কলকাতার মহানাগরিক। ফিরহাদ হাকিম রাস্তায় নেমে দেখার চেষ্টা করেন দূষণের বর্তমান পরিস্থিতি কি। মাঝেরহাট ব্রিজে নিজেই দূষণ যুক্ত রাবিশ বোঝাই গাড়ি ধরেন মেয়র। রাবিশ নিয়ে যাচ্ছিল পুকুর ভরাটের জন্য । হাতেনাতে ওই গাড়িটি আটকান মেয়র স্বয়ং। বিরক্তি প্রকাশ করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

এরপর পুলিশ কমিশনারকে ব্যাবস্থা নেবার আহ্বান জানান। নিজেই স্পটে দাড়িয়ে ট্রাফিক পুলিশকে ব্যাবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেন মেয়র। বেআইনি রাবিশ ভরা গাড়িকে আটক করে কলকাতা পুলিশ। পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উপরে দেন কলকাতা পৌরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।কলকাতা পৌর সংস্থার একার পক্ষ থেকে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় বলে পুকুর ভরাট নিয়ে বার বার চিঠি দিয়ে লাভ হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন মেয়র। পুলিশ কমিশনার কে আবার ব্যাবস্থা গ্রহণ করার আবেদন জানান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। রাস্তায় নেমে দূষণ নিয়ন্ত্রণে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের এহেনো ভূমিকাতে প্রশংসা করেন সকলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে কত শনিবার কলকাতা পৌরসভার 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে মেয়র ফিরা থাকিনি দূষণজনিত সমস্যা সংক্রান্ত ফোনে অভিযোগ পান। উত্তর কলকাতার কাশীপুরে ব্যাপক পরিবেশ দূষণ হচ্ছে বলে মেয়র এর কাছে অভিযোগ জানান সেখানকার বাসিন্দারা। শহরের রাস্তায় চলাচল করা বড় লরি ট্রাক ও বাস থেকে বায়ু দূষণ ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ আসে। এরপরই সোমবার রাস্তায় নেমে দূষণের বিরুদ্ধে তৎপর হতে দেখা যায় কলকাতার মহানাগরিককে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে শহরে বিভিন্ন রাজপথে ছোট গাড়ি নামাচ্ছে তারা এই গাড়িগুলি রাসায়নিক জলে মিশিয়ে স্প্রে করবে। রাসায়নিকের উপস্থিতিতে ধূলিকণা ৬ থেকে ৭ ঘন্টা থিতিয়ে থাকবে ফলে বাতাসে দূষণ হবে না। এর ফলে শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা শীতের মরসুমে কমবে বলে আশা পরিবেশবিদদের।

বর্ণাঢ্য সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান নুরপুর পঞ্চানন পাইক স্মৃতি বিদ্যালয়ের

এম মেহেদী সানি ● অশোকনগর

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগরের নুরপুর পঞ্চানন পাইক স্মৃতি বিদ্যালয়ে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে তিন দিন ধরে মহা সাড়ম্বরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। জানা গিয়েছে, ১৯৭৩ সালে নুরপুরের বাসিন্দা পঞ্চানন পাইকের দান করা জমিতে যে স্কুল, ছোট্ট একটি চালা ঘরে শুরু হয়েছিল আজ পায়ে পায়ে ৫০ বছর পূর্ণ হল । শনিবার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের মূল অনুষ্ঠানের সূচনা হয়, উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রফিকুল হাসান সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। মহা সাড়ম্বরে তিন দিন অনুষ্ঠানের শেষে সোমবার অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়েছে । বিদ্যালয়ের সূত্রে জানা গিয়েছে বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক এই স্কুলে ২২ জন শিক্ষক এবং ৮৪০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে । অন্যদিকে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ওই এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একমাত্র ভরসা নুরপুর পঞ্চানন পাইক স্মৃতি বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের সূত্রে জানা গিয়েছে এই বিদ্যালয়ের ৯৬ শতাংশ পড়ুয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। সংখ্যালঘু ছেলে-মেয়েদের উত্তরণের পথ দেখাতে বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও জানান প্রধান শিক্ষক সমীর ঘোষ। নুরপুর পঞ্চানন পাইক স্মৃতি বিদ্যালয়ে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রধান শিক্ষক জানান, রক্তদান শিবির থেকে শুরু করে, হাবড়া-১, হাবড়া-২, অশোকনগর, আমডাঙ্গা সার্কেলের ৩৫ টি বিদ্যালয়ের দুই শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী আমাদের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে আন্তঃ বিদ্যালয় প্রতিযোগিতা সমূহের মধ্যে নাচ, গান, আবৃত্তি, বিতর্ক, তৎক্ষণিক বক্তৃতা, অংকন ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে।' প্রধান শিক্ষক সমীর বাবুর কথায়, সারা রাজ্যে তেরোটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে এই নুরপুর পঞ্চানন পাইক স্মৃতি বিদ্যালয়ে এগ্রিকালচার পড়ানো হয় । রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়, ভোকেশনাল কোর্স, উন্নত মানের ল্যাব, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জিম সহ একাধিক প্রজেক্ট রয়েছে । বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রফিকুল হাসান বলেন, বিদ্যালয়ের উন্নয়নে আমরা সর্বদা চেষ্টা করে চলেছি, পাশাপাশি সমস্ত সরকারি প্রকল্পের পরিষেবা যাতে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা সুষ্ঠুভাবে পেতে পারে সেদিকেও আমাদের নজর রয়েছে। শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক দিক এবং খেলাধুলোর জগতে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। রফিকুল হাসানের দাবি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সহায়তায় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের পরিষেবা প্রদানের কারণে নুরপুর পঞ্চানন পাইক স্মৃতি বিদ্যালয়ে স্কুল ছুটের সংখ্যা অনেকটাই কমেছে।

নুরপুর পঞ্চানন পাইক স্মৃতি বিদ্যালয় (উচ্চ মাধ্যমিক)
স্থাপিত - ১৯৭৩

রামপুরহাট পৌরসভা অভিযান সিপিআইএমের

রামপুরহাট পৌরসভা
স্থাপিত ১৯৫০
রামপুরহাট পৌরসভার অচলাবস্থার বিরুদ্ধে, নাগরিক পরিষেবায় স্বচ্ছতা আনতে
১৮ই ডিসেম্বর রামপুরহাট
পৌরসভা অভিযান
সি পি আই (এম)

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: রামপুরহাট পৌরসভার অচলাবস্থার বিরুদ্ধে, নাগরিক পরিষেবায় স্বচ্ছতা আনতে সোমবার রামপুরহাট পৌরসভা অভিযানের ডাক দেওয়া হয় সিপিআইএম রামপুরহাট ১ নম্বর এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে। এদিন মিছিল সহযোগে ১৫ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয় রামপুরহাট পৌরসভার চেয়ারম্যান এর নিকট। দাবি সমূহের মধ্যে ছিল শহরের সবকটি রাস্তা সংস্কার, শহরকে যানজট মুক্ত করা, পৌরসভার উদ্যোগে পর্যাপ্ত পার্কিং এর ব্যবস্থা। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় দুর্নীতির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত, দল তন্ত্রের বদলে প্রকৃত গৃহহীনদের সকলকে আবাস যোজনায় তালিকাভুক্ত করা, অর্ধ সমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করা। শহরের একমাত্র সংস্কৃতিক মঞ্চ রক্তকরবী অবিলম্বে ব্যবহারযোগ্য করে সংস্কৃতিক কর্মীদের জন্য উন্মুক্ত করা। সামাজিক ভাতা মাসিক ৩০০০ টাকা করা এবং নিয়মিত প্রদান করা।নাগরিক পরিষেবা বিঘ্নিত করে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে রামপুরহাট উৎসব কেন?এরূপ মোট পনেরো দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয় রামপুরহাট পৌরসভার চেয়ারম্যানের হাতে।রামপুরহাট পৌরসভা অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন সিপিআইএম বীরভূম জেলা কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য সঞ্জীব বর্মন সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

ভোটাধিকার প্রয়োগ নিয়ে সচেতনতা শিবির

Systematic Voters' Education and Electoral Participation (SVEEP)
Drawing Competition

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: রাজনৈতিক নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার হল গণভোট। ভারতে ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার ১৮ বছর পার হওয়ার পর। নতুন ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকা জরুরি। আর এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ভোটদান প্রক্রিয়া, ভোটদানের অধিকার ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকার জন্য উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর সদর ব্লকে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হল- দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে- এলাহিয়া হাই মাদ্রাসা (উঃ মাঃ) ও চাঁদড়া হাই স্কুল (উঃ মাঃ)। মেদিনীপুর সদরের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কায়কাশান পারভীন উপস্থিত হয়েছিলেন এলাহিয়া হাই মাদ্রাসা তে। শিক্ষার্থীদের ভোটাধিকার প্রয়োগ ও ভোটদানের অধিকার বিষয়টিকে শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় করে তুলতে পোস্ট কার্ডে এই বিষয়ে তাদের মতামত তুলে ধরার কথা বলেন। ২৫ জন শিক্ষার্থী পোস্ট কার্ডে তাদের মতামত তুলে ধরে। পরে তা সংগ্রহ করে নেওয়া হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন - বিডিও অফিসের কর্মী রতন শীট, মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক সেখ নুর আলম, সহকারী শিক্ষক মির্জা আজিবুর রহমান, নরসিংহ দাস, চিত্ততোষ পড়িয়া, চন্ডীচরণ রাউত প্রমুখ।

সংখ্যালঘু দিবস পালন বাম মহিলা সংগঠনের

সমাবেশ সভা
ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি

মোহাম্মাদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: বামপন্থীদের নেতা-নেত্রী হওয়ার আগে আন্দোলন করতে হয়েছে। সেই সঙ্গে জেলও খাটতে হয়েছে। আর এখন তৃণমূল, বিজেপিতে নেতা-নেত্রী হওয়ার পর ইডি , সিবিআইয়ের তাড়া খেয়ে জেলে যেতে হচ্ছে। সোমবার বিকেলে নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের লোহাপুর কাঁটাগড়িয়া মোড়ে আন্তর্জাতিক সংখ্যালঘু অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষে সমাবেশ ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য সভাপতি জাহানারা খান তীব্র ভাষায় আগা গোড়া এমনই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, সংখ্যালঘু দলিত ও আদিবাসী মানুষের উপর আক্রমণ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এমন অবস্থায় সব অংশের সংখ্যালঘু মানুষের নিরাপত্তা ও উন্নয়নের দাবিতে সংবিধান প্রদত্ত নাগরিক ও সামাজিক অধিকার রক্ষার দাবিতে আজকের দিনে আন্তর্জাতিক সংখ্যালঘু অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষে এই সমাবেশ ও সভার আয়োজন করা হয়েছে। সভায় উপস্থিত মহিলা কর্মীদের উদ্দেশ্যে জাহানারা খান বলেন, আমাদের অধিকার আমাদের বুঝে নিতে হবে। এছাড়াও তিনি বলেন দেশে চাকুরী নেই। কর্মসংস্থানের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। মাথার উপর ছাদ নেই। আবার এদিকে কলকাতায় ব্রিগেড সমাবেশ করে মোদি গীতা পাঠ করাবে। ওদিকে বিজেপি রাম মন্দির তৈরি করছে তো এবার এদিকে দিদি দীঘায় ২৪৫ কোটি টাকা খরচ করে জগন্নাথের মন্দির তৈরি করছেন। দেশকে আজ ধর্মের নেশায় ডুবিয়ে দিচ্ছে। যদিও দরকার কর্মসংস্থান। সেই কর্মসংস্থান কোথায়। নিজেদের অধিকার বুঝে নেওয়ার ডাক দেন সংখ্যালঘু নেত্রী জাহানারা খান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সাজুর মোড়ে চালু হল নতুন নার্সিংহোম

A.M.NURSING HOME & DIAGNOSTIC CENTRE
INAUGRATION

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার লক্ষে অত্যাধুনিক মানের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে সাজুরমোড়ে নবরূপে পথচলা শুরু করল এ. এম. নার্সিংহোম এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার। সোমবার মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি থানার সাজুর মোড় এলাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে নার্সিংহোমের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুতির বিধায়ক ঈমানী বিশ্বাস, সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, ফরাক্কার বিধায়ক মনিরুল ইসলাম, সুতি থানার আইসি প্রসূন মিত্র, এ এম নার্সিংহোমের ডাইরেক্টর নজরুল ইসলাম ও মোবারক হোসেন সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। এ.এম. নার্সিংহোমের ডাইরেক্টর মোবারক হোসেন জানান, সড়ক পথে যোগাযোগের অন্যতম ব্যস্ততম জায়গা সুতির সাজুর মোড়ে এই নার্সিংহোম পথ চলা শুরু করায় সাধারণ মানুষ ব্যাপক উপকৃত হবেন, খুব অল্প ব্যয়ে সাধারণ মানুষ এখানে চিকিৎসা করতে পারবেন বলেই আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

শান্তিপুরে ভিড় শবদাহের

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: সোমবার সকাল থেকেই শান্তিপুর সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য মৃতদেহর ভিড়। মৃতদেহ শবদাহ করতে আসা মানুষদের দাবি, গত কুড়ি বছরের রেকর্ড ভেঙেছে এ বছর, এত মৃতদেহের লাইন আগে কখনো দেখতে পায়নি তারা। অসংখ্য মৃতদেহর লাইন থাকার কারণে ইলেকট্রিক চুল্লির অপেক্ষা না করে মৃতদেহ পোড়ানো হচ্ছে কাঠের চুল্লিতে। অনেকের অনুমান রাত্রি গড়িয়ে গেলেও মৃতদেহ শবদাহর কাজ শেষ হবে না। মহাশ্মশানে থাকা কর্মরতদের দাবি, প্রত্যেক বছরই শীতের তীব্রতা বাড়তেই মৃতের সংখ্যা বাড়ে, কিন্তু এবছর তা রেকর্ড ভেঙেছে তাই এত মৃতদেহর লাইন। কিন্তু মৃতদেহর সাথে আশা মানুষদের দাবি, এই শ্মশানে দুটি ইলেকট্রিক চুল্লি একটি বন্ধ রয়েছে, আর তার কারণেই মৃতদেহ সংকারের সমস্যা হচ্ছে। পৌরসভা যদি দুটো ইলেকট্রিক চুল্লি চালু করে তাহলে এই সমস্যা আর হয়তো হবে না।

'আবৃত্তি পরব' অনুষ্ঠান

আপনজন ডেস্ক: বাংলা আকাডেমি সভাঘরে রবিবার ড. পিনাকী চট্টোপাধ্যায়-এর লেখা 'আবৃত্তি আমার ভালোবাসা' উদ্বোধন করলেন কলকাতা দূরদর্শনের প্রাক্তন অধিকর্তা ড. তপন রায় প্রধান, সঙ্গীত শিল্পী দেব চৌধুরী, কবি শিবাশিস মুখোপাধ্যায়, অভিনেতা এবং অধ্যাপক ড. জনার্দন ঘোষ, আকাশবাণী এফ এর জনপ্রিয় উপস্থাপিকা শুক্লা রায়, সংগীত শিল্পী ড. পৌলমী দাস, ত্রিপুরা থেকে বিশিষ্ট আবৃত্তিকারবৈশম্পায়ন চক্রবর্তী। উদার আকাশ প্রকাশনের প্রকাশক ও সম্পাদক ফারুক আহমেদ জানান, 'আবৃত্তি পরব' উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন ড. তপন রায় প্রধান এবং লেখক অধ্যাপক ড. ইমানুল হক।

উৎসবে সূচনা সঙ্গীত গেয়েছেন ড. পৌলমী দাস।

মাধ্যমিক ২০২৪

ইতিহাসে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার কৌশল এবং নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন-গুচ্ছ

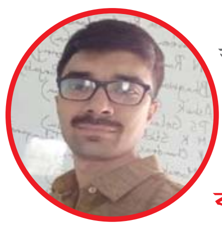

স্কুলের টেস্ট পরীক্ষা শেষ। সামনে মাধ্যমিক। এবার আপনজনের পাতায় শুরু হলো নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন-গুচ্ছ, সর্বোচ্চ নম্বর তোলার কৌশল, এছাড়া থাকবে মডেল প্রশ্ন, তাছাড়াও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর।পরীক্ষার্থীদের জন্য সস্নেহে এগুলি প্রস্তুত করেছেন সাতটি বিষয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকারা। সম্পাদনা করেছেন গৌরাঙ্গ সরখেল। এ সপ্তাহের বিষয় ইতিহাস। প্রস্তুত করেছেন **অর্পণ বন্দ্যোপাধ্যায়**।

মাধ্যমিক পরীক্ষা জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা যা ছাত্র ছাত্রী রা বিদ্যালয়ের বাইরে গিয়ে দেয় এতদিন পরীক্ষা সম্পর্কে তাদের যে প্রথাগত ধারণা এই পরীক্ষায় তার কিছুটা হলেও পরিবর্তন অনুশীলনের ক্ষেত্রে আনতে হয়, শুধুমাত্র বই মুখস্থ করলেই চলবে না কিছুটা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে অধ্যায়ন করাটা জরুরি,

ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রাচীনপন্থী যে ধারণা প্রচুর লেখার, সেই ধারণা পরিত্যাগ করে To the point উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে ছাত্র ছাত্রী দের বিশেষ মনোযোগী হতে হবে প্রত্যেক বিষয়ের ক্ষেত্রে ঘড়ি ধরে পড়া ও লেখার অভ্যাস ও test paper solve করতে হবে একটু অধ্যাবসায়, একটু সচেতনতা, এবং অনুশীলন ছাত্র ছাত্রী দের সাফল্যের চাবিকাঠি বলে আমি মনে করি সকলকে আমার তরফ আগামী পরীক্ষার জন্য অনেক স্নেহাশির্বাদ তোমাদের সাফল্য কামনা করি।

মাধ্যমিক পরীক্ষা ইতিহাস সম্ভাব্য প্রশ্ন

একটি বাক্যে উত্তর দাও
(প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

1. কবে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়?
2. নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের নেত্রীর নাম কী?
3. অগ্নিযুগে অগ্নিকন্যা নামে কে অভিহিত হন?
4. 'নদীয়া কাহিনী' কার লেখা?
5. ভারতবর্ষের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ কোনটি?
6. 'কলিকাতা দর্পণ' গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
7. ঐতিহাসিক বিবরণ-সমৃদ্ধ সরকারি নথিপত্রের একটি উদাহরণ দাও।
8. সরলাদেবী চৌধুরাণীর আত্মজীবনী গ্রন্থের নাম কী?
9. প্রথম বাংলা সংবাদপত্র/মাসিক পত্রিকা কোনটি?
10. প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা কোনটি?
11. বাংলার নীল চাষীদের ওপর অত্যাচারের তথ্যাদি কোন সরকারি নথি থেকে পাওয়া যায়?
12. অ্যানাল গোষ্ঠীর কয়েকজন ঐতিহাসিকের নাম লেখো।
13. 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'-র সম্পাদক কে ছিলেন?
14. ভারতে প্রথম কবে, কোথায় রেলপথ চালু হয়?
15. মেধা পাটেকর কে?
16. কি কবে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করেন?
17. কোন পত্রিকাকে 'গ্রামীণ সংবাদপত্রের জনক' বলা হয়?
18. 'আত্মীয়সভা' কে প্রতিষ্ঠা করেন?
19. নীলবিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে কোন বাংলা নাটকটি রচিত হয়?
20. কোন নির্দেশনামাকে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ম্যাগনা কার্টা মহাসনদ বলা হয়?
21. কোন বাঙালি বাংলায় নারীশিক্ষার প্রসারে সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেন?
22. স্কুল বুক সোসাইটি কে প্রতিষ্ঠা করেন?
23. বিধবাবিবাহ আইন পাশ হওয়ার পর প্রথম কোন বিধবার বিবাহ হয়?
24. কে, কবে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন?
25. কোন রিপোর্টের ভিত্তিতে কবে কলকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন?
26. কোন নির্দেশনামার ভিত্তিতে কবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়?
27. ডিরোজিও কে ছিলেন?

অনধিক তিনটি বাক্যে উত্তর দাও-
(প্রতিটি প্রশ্নের মান ২)

1. হরিপদ ভৌমিক ইতিহাসে বিখ্যাত কেন?
2. ইতিহাস চর্চায় নাটকের ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ কেন?
3. নারী ইতিহাসচর্চার গুরুত্ব কী?
4. আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা কী?
5. জাতীয়তাবাদ বিস্তারে খেলা কীভাবে সাহায্য করে?
6. স্থানীয় ইতিহাস চর্চা জরুরি কেন?
7. কোন একটি শহরের ইতিহাস, ইতিহাসের কোন কোন দিক উন্মোচন করে?
8. প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদী দ্বন্দ্ব কী?
9. উডের ডেসপ্যাচ কী? অথবা, চার্লস উডের নির্দেশনামায় উল্লিখিত সুপারিশগুলি আলোচনা করো।
10. 'অ্যানাল স্কুল' কী?
11. রেলপথের প্রসার এক-এক দেশে এক এক রকম প্রভাব ফেলেছে- এমন উদাহরণ দাও?
12. কে 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করেন এবং কার নামে এটি প্রকাশিত হয়?
13. ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ ছিল?
14. কে, কী উদ্দেশ্যে ফোর্ট উইলিয়াম প্রতিষ্ঠা করেন?
15. পাশ্চাত্য শিক্ষার দাবিতে রামমোহন রায়ের পত্র (১৮২৩ খ্রিঃ) সম্পর্কে কী জান?
16. মেকলে মিনিট-এ কী বলা হয়?
17. হাজি মহম্মদ মহসীন বিখ্যাত কেন?
18. আধুনিক ইতিহাসচর্চায় পরিবেশের ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ কেন?
19. বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে ডেভিড হেয়ারের ভূমিকা কী ছিল?
20. নারীসমাজের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দুটি গ্রন্থের নাম লেখো।
21. ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে চিঠিপত্রের গুরুত্ব কী?
22. বামাবোধিনী পত্রিকা কেন প্রকাশিত হয়?
23. 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য কী ছিল?
24. শিক্ষাক্ষেত্রে ১৮১৩ খ্রিঃ সনদ আইনের গুরুত্ব কী ছিল?
25. রামমোহন রায় ও ইয়ং বেঙ্গল দলের সমাজসংস্কার আন্দোলনের লক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?
26. স্মৃতিকথা অথবা আত্মজীবনীকে কীভাবে আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চার উপাদানরূপে ব্যবহার করা হয়?
27. ব্রিটিশ সরকার কেন ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে 'সোমপ্রকাশ' সাময়িকপত্রের প্রকাশ বন্ধ করে দেয়?
28. আঠারো শতককে কেন 'অন্ধকার যুগ' বলা হয়?
29. মধুসূদন গুপ্ত স্মরণীয় কেন?
30. বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা লেখ।
31. হরিনাথকে 'কাঙাল হরিনাথ' বলা হয় কেন?
32. 'তিন কাঠিয়া' কথা বলতে কী বোঝো?
33. কোন প্রেক্ষাপটে সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ ঘটেছিল?
34. হাজি শরিয়ত উল্লাহ কে ছিলেন?
35. দাদনি বা বে-এলাকা চাষ বলতে কি বোঝ?
36. দিগম্বর বিশ্বাস ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস কে ছিলেন?
37. উপনিবেশিক ভারতে কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহ গুলির প্রধান কারণ কী ছিল?
38. বনাঞ্চলগুলির ওপর ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব বৃদ্ধির দুটি কারণ উল্লেখ করো।
39. 'দিকু' কাদের বলা হত?
40. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের ফলাফল বা গুরুত্বগুলি উল্লেখ করো।
41. উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে 'সভাসমিতির যুগ' বলা হয় কেন?
42. উপনিবেশিক ভারতে কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহগুলির প্রধান কারণ কী ছিল?
43. কোল বিদ্রোহের প্রধান কারণগুলি কি ছিল?
44. বালাকোটের যুদ্ধ কবে, কাদের মধ্যে হয়েছিল? এই যুদ্ধের পরিণতি কী হয়েছিল?
45. 'বে-এলাকা' বা 'রায়তি' বা 'দাদনী' বলতে কী বোঝ?
46. দিগম্বর বিশ্বাস ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস কে ছিলেন?
47. এনফিল্ড রাইফেল-এর টোটার ঘটনাটি কী? অথবা, ১৮৫৭ খ্রিঃ বিদ্রোহের (সিপাহী বিদ্রোহের) প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল?
48. মহারানির ঘোষণাপত্রের দুটি উল্লেখযোগ্য ঘোষণার উল্লেখ করো।
49. 'অস্ত্র আইন' (১৮৭৮ খ্রিঃ)-এর বিরুদ্ধে ভারতসভার আন্দোলনের পরিচয় দাও।
50. ইলবার্ট বিল কী?
51. বিদ্যাসাগর 'নারীশিক্ষা ভান্ডার' গঠন করেছিলেন কেন?
52. পাশ্চাত্য শিক্ষার দুটি সুফল বর্ণনা করো।
53. 'বিপ্লব' বলতে কী বোঝায়?
54. কোন কোন অঞ্চল নিয়ে জঙ্গলমহল অঞ্চল গঠিত?
55. কেনারাম ও বেচারাম বলতে কী বোঝ?
56. 'কুদেতা' কাকে বলে?
57. মুন্ডা বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্য কী ছিল?
58. ফরাজি আন্দোলন কি ধর্মীয় পুনর্জাগরণের আন্দোলন?
59. কে, কবে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন? এই বিশ্ববিদ্যালয় কোন্ কোন্ বিষয়ে পড়ানো হয়?
60. বাংলার ছাপাখানার বিকাশে পঞ্চানন কর্মকারের ভূমিকা কী ছিল?
61. উনিশ শতকে বিজ্ঞান শিক্ষার বিকাশে 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স'- এর ভূমিকা কী ছিল?

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও-
(প্রতিটি প্রশ্নের মান ৪)

1. আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদান হিসেবে পুলিশ ও গোয়েন্দাবাহিনীর ভূমিকা এবং তার ব্যবহারের পদ্ধতি আলোচনা করো।
2. চিকিৎসাবিদ্যাচর্চার ইতিহাসে মেডিক্যাল কলেজের অবদান আলোচনা করো।
3. উচ্চশিক্ষার বিকাশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান আলোচনা করো।
4. সাম্প্রতিককালে খেলাধূলা ও খেলাধুলার ইতিহাসচর্চা কীভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে?
5. ইতিহাসের উপাদান রূপে 'বঙ্গদর্শন' এবং 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা দুটির মূল্যায়ন করো।
6. আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চার প্রধান উপাদানগুলি কী?
7. সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্রের মধ্যে পার্থক্য কী?
8. নারী শিক্ষার প্রসারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কী ভূমিকা ছিল?
9. উনবিংশ শতকের ধর্মসমাজ জীবনে রামকৃষ্ণ পরম হংসদেবের ভূমিকা লেখ।
10. 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' গ্রন্থে উনিশ শতকের বাংলার সমাজের কী প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়?
11. ভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে বিদেশিদের ব্যক্তিগত ও খ্রিস্টান মিশনারীদের উদ্যোগের উল্লেখ করো।
12. বাংলার নীলচাষিদের কল্যাণে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা কী ছিল? অথবা, নীলকরদের বিরুদ্ধে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁর 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার ভূমিকা কী ছিল?
13. বাংলার সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ডিরোজিও-র নেতৃত্বাধীন 'নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী' বা 'ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী'র কার্যাবলি মূল্যায়ন করো।
14. চুয়াড় বিদ্রোহের কারণ ও প্রসার সম্পর্কে আলোচনা করো। অথবা, চুয়াড় বিদ্রোহের বিবরণ দাও।
15. কোল বিদ্রোহের বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করো।
16. পাগলপন্থী বিদ্রোহ সম্পর্কে কী জান?
17. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহকে সামন্ত শ্রেণির বিদ্রোহ ও জাতীয় বিদ্রোহ বলার ক্ষেত্রে কী যুক্তি দেওয়া হয়?
18. মহাবিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল?
19. আনন্দমঠ উপন্যাসটি কিভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনা বিস্তারে সহায়তা করেছিল?
20. উনিশ শতকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে কোন্ বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে?
21. সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণ কী ছিল?
22. জাতীয় শিক্ষা পরিষদ-এর উদ্যোগ এবং জাতীয় শিক্ষার প্রসার কেন ব্যর্থ হয়?
23. বাংলায় ওহাবী আন্দোলনের চরিত্র বা প্রকৃতি বিশ্লেষণ করো।
24. বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো। অথবা, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা -কে প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলা হয় কেন?
25. জাতীয় শিক্ষা পরিষদ-এর উদ্যোগ এবং জাতীয় শিক্ষার প্রসার কেন ব্যর্থ হয়?
26. অসহযোগ আন্দোলনের পর্বে (১৯২০-২২ খ্রিঃ) বাংলায় কৃষক আন্দোলনের পরিচয় দাও।
27. আইন অমান্য আন্দোলনের (১৯৩০ খ্রিঃ) সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
28. টীকা লেখোঃ কিষান সভা/ নিখিল ভারত কিষান সভা।

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও
-(প্রতিটি প্রশ্নের মান ৮)

1. উনিশ শতকে নারীশিক্ষা বিস্তারে ড্রিংকওয়াটার বেথুন কী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন?
2. স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মসংস্কারের আদর্শ বা 'নব্য বেদান্ত' ব্যাখ্যা করো।
3. ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতে সংগঠিত বিভিন্ন কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহের প্রধান কারণগুলি কী ছিল?
4. রংপুর বিদ্রোহের (১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ) কারণ, বিস্তার ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করো।
5. নীলবিদ্রোহ ঘটেছিল কেন? এই বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো।
6. জাতীয় শিক্ষা পরিষদ সম্পর্কে আলোচনা করো।
7. বিশ শতকে ভারতের কৃষক আন্দোলনের অগ্রগতির পরিচয় দাও।
8. বিশ শতকে ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতির বিবরণ দাও।
9. বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের বিবরণ দাও।
10. দলিত আন্দোলনের কারণ কী ছিল?
11. উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে ভারত সরকারের উদ্যোগের বিশ্লেষণ করো।

সৌজন্যে: মাধ্যমিক ২০২৪ মক টেস্ট পেপারস • কথাশিল্প ৯৮৩০৪৯৩৯২৯

ইসলামিক ভাবাদর্শের মধ্যে আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষায় সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

ILMA ENGLISH MEDIUM SCHOOL
Uttar Khodar Bazar, Baruipur, Kol- 144

ILMA ENGLISH MEDIUM SCHOOL
ORGD. BY- ILM CHARITABLE & EDUCATIONAL TRUST
GOVT. REGD. NO. - IV 115/2019
ESTD. - 2019
KHODAR BAZAR, BARUIPUR, KOLKATA - 700144

ভর্তি চলিতেছে
Class Nursery to XII (Proposed)

আমাদের বৈশিষ্ট্য

- CBSE Curriculum • অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী।
- ইসলামিক বুনিয়াদি শিক্ষা • বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা।
- শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ক্লাস রুম।
- International পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অসাধারণ ফলাফল।
- প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক ভাবে মানোন্নয়ন।
- ক্লাস 5 থেকে NEET / JEE FOUNDATION COURSE
- Spoken Arabic Course।
- Co-Curriculum Activities
- ক্লাস 5 থেকে ছাত্রীদের সম্পূর্ণ পৃথক ক্লাস রুম

অন্যান্য স্কুলের থেকে তুলনামূলক অনেক কম খরচে আপনার সন্তানকে দেশের আদর্শবান নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলুন।

Helpline
9231510342
8585024724
8910301695

In strategic alliance with
MS Education Academy
HYDERABAD

Website : www.ilmaschool.in / Email : ilmaschoolbaruipur@gmail.com

মাধ্যমিক ২০২৪

ইতিহাসে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার কৌশল এবং নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন-গুচ্ছ

স্কুলের টেস্ট পরীক্ষা শেষ। সামনে মাধ্যমিক। এবার আপনজনের পাতায় শুরু হলো নির্বাচিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন-গুচ্ছ, সর্বোচ্চ নম্বর তোলার কৌশল, এছাড়া থাকবে মডেল প্রশ্ন, তাছাড়াও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর।পরীক্ষার্থীদের জন্য সস্নেহে এগুলি প্রস্তুত করেছেন সাতটি বিষয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকারা। সম্পাদনা করেছেন গৌরাঙ্গ সরখেল। এ সপ্তাহের বিষয় ইতিহাস। প্রস্তুত করেছেন **সাহাবুল ইসলাম গাজী**।

মাধ্যমিক পরীক্ষার আর বেশি দেরি নেই ।সময় আমাদের এক মাসের কিছু বেশি। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি হতে হবে বস্তুনিষ্ঠ। অর্থাৎ পরীক্ষা কেন্দ্রিক আমাদের হতে হবে। উত্তরপত্র আমাদের বস্তুনিষ্ঠ হবে অর্থাৎ যুক্তিবাদী হতে হবে। শুধুমাত্র উত্তর লিখলে হবে না তার মধ্যে যেন তথ্য এবং যে বিষয়টি সম্পর্কে চাওয়া হয়েছে সেটি ভালোভাবেই পরীক্ষক যেন নম্বর পারে ।

প্রথমে আমরা যেটা করবো, প্রতিটি অধ্যায়ের যে বিষয়গুলো বুঝতে পারছি না সেগুলোকে একটা জায়গায় লিখে রাখবো। এরকম আটটি অধ্যায় যে যে বিষয়গুলো আমার অজানা সেগুলো আমি একটি খাতায় লিপিবদ্ধ করবো। প্রথমেই যেখানে বুঝতে পারছি না সেই বিষয়ে গুলো উপর আমাকে জোর দিতে হবে ।

এরপরে আমি মাধ্যমিকের মে কোনো একটি টেস্ট পেপারের যতগুলো ইতিহাস বিষয়ে প্রশ্নপত্র আছে সেগুলো ভালোভাবে লক্ষ্য করবো। এমসিকিউ বা ১ নম্বর মানের প্রশ্নের জন্য আমি প্রতিটা প্রশ্ন প্র্যাকটিস করবো। ২ নম্বর, ৪ নম্বর, ৮ নম্বর মানের প্রশ্নের জন্য আমি প্রশ্নপত্র গুলো খুঁটিয়ে পড়বো।একই বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ কোণ থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে ।যেমন ধরো, নতুন সামাজিক ইতিহাস কাকে বলে বা নতুন সামাজিক ইতিহাসের উপর একটি টীকা লেখ বা নতুন সামাজিক ইতিহাস চর্চা গুরুত্বপূর্ণ কেন ? এই প্রশ্নটি আমরা যদি ভালোভাবে লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো মোটামুটি উত্তর একই হবে ।সে জন্য একটি বিষয়কে নানান দিক থেকে বোঝাটা জরুরি। তাহলে পরীক্ষায় একটি বিষয়ের উপর যে প্রশ্ন আসুক না কেন আমি উত্তর লিখে আসতে পারবো।

উত্তর লেখার সময় আমাদের টু দা পয়েন্ট উত্তর লিখতে হবে। উত্তর হবে তথ্য ভিত্তিক। যেমন ধরো, নারী শিক্ষা প্রসারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান আলোচনা কর ।আমরা যদি এরকম লিখি, নারী শিক্ষা প্রসারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি মেয়েদের জন্য বিভিন্ন জেলায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নানান বই লিখেছিলেন ।

এরকম উত্তর লিখলে উত্তরের মধ্যে কোন তথ্য থাকে না । ফলে পরীক্ষক সন্তুষ্ট হন না।কিন্তু এই উত্তরটি যদি আমি একটু ভালোভাবে তথ্যভিত্তিক লিখি,যেমন, তিনি ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় বেথুন সাহেবকে মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। তিনি বাংলার বিভিন্ন গ্রাম অঞ্চলে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেই স্কুলগুলি জন্য অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া তিনি শিক্ষা প্রসারে বর্ণপরিচয়, কথামালা ,বোধোদয় প্রভৃতি পুস্তক লেখেন। অর্থাৎ তোমার উত্তর হতে হবে তথ্যভিত্তিক। তবেই পরীক্ষক তোমাকে পুরোপুরি নাম্বর দেবেন।

ইতিহাস বিষয়টিকে মুখস্ত করতে যাবে না। কোন বিষয় মুখস্থ করলে বেশিদিন মনে থাকেনা ।বাড়িতে উত্তর লেখার সময় নিজের ভাষায় অর্থাৎ তোমরা যে ভাষায় কথা বলো সেই ভাষায় উত্তর লেখার চেষ্টা করবে।

আর একটা কথা বলি তোমাদের অনেকের মনে সংশয় আছে যে ইতিহাস বিষয়ে মনে হয় বেশি বেশি লিখতে হয় ।আর উত্তরের মধ্যে যদি বেশি পয়েন্ট না লিখি তাহলে মনে হয় পরীক্ষক নম্বর দেবেন না,এই ধারণা ঠিক নয়। প্রশ্নের যেরকম নির্দেশ থাকবে ঠিক সেটাকে অনুসরণ করে এখন থেকে অনুশীলন শুরু করো ।

এবারে আসি পরীক্ষার হলে তিন ঘন্টা কীভাবে ব্যয় করবো।

* পরীক্ষার হলে তোমরা প্রথমে প্রশ্নপত্র পাবে। ভালো করে প্রশ্নপত্র পড়বে ।যে যে প্রশ্নগুলো তোমার জানা আছে সেগুলিকে কাঠ পেন্সিল দিয়ে দাগ দেবে ।

*পরীক্ষার খাতা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাতায় ভালো করে মার্জিন দেবে ।তারপর নাম ,রোল নাম্বার ভালো করে লিখবে ।পরীক্ষকের কাছে খাতা তোমার হয়ে কথা বলবে ।

*উত্তর লেখার সময় কোন্ বিভাগের উত্তর লিখছো,লেখার শুরুতে মাঝখান ঘেঁষে লিখবে ।

*১ নম্বর দাগের প্রশ্নের উত্তর পূর্ণ বাক্যে বা দাগ নম্বর দিয়ে উত্তর লিখতে হবে ।যেটি তোমার সুবিধা হবে সেভাবে লিখবে ।আর এই প্রশ্নের কুড়িটি প্রশ্ন থাকে সবগুলোই লিখবে ।

*২ নম্বর দাগে মোট ১৬ টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হয়।প্রত্যেকটি দাগ নম্বর থেকে অবশ্য একটি করে লিখতে হবে ।প্রশ্নের নির্দেশিকা অনুযায়ী উত্তর লিখবে ।ম্যাপ পয়েন্টিং এর সময় কোন তাড়াহুড়ো করবেনা ।প্রশ্নের যেভাবে চাওয়া হয়েছে সেভাবে ম্যাপে দাগ নম্বর সহ লিখবে ।বিবৃতি ব্যাখ্যা প্রশ্নের উত্তর লেখার সময় সঠিক উত্তরটি পূর্ণ বাক্যে লিখবে।

* এবার আসি ৩ নম্বর দাগে ২ ’নম্বর মানের প্রশ্নগুলি।এখানে বোধমূলক প্রশ্ন বেশি থাকে। এজন্যই প্রশ্ন ভালো করে পড়ে তার উত্তর লিখবে ।আর অবশ্যই বাক্য সীমা মেনে চলবে।

*৪ নম্বর দাগের প্রতিটি বিভাগ থেকে অন্তত একটি করে প্রশ্ন নিয়ে মোট ৬ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। অযথা পয়েন্টের উপর জোর না দিয়ে প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর লেখার চেষ্টা করবে এবং বাক্য সীমা মেনে চলবে।

* ৫ নম্বর দাগের উত্তর লেখার সময় যে প্রশ্নটি সবচেয়ে ভালো জানা সেই প্রশ্নটি লিখবে ।এখানে তোমাকে ১৫-১৬ টি বাক্যে সঠিক উত্তর দিতে হবে। এমনভাবে উত্তর লিখবে যাতে পরীক্ষক তোমার কাছ থেকে শিখতে পারে।

সবশেষে বলি, একই দাগ নম্বরের প্রশ্নের উত্তর পরপর লিখবে। কঠিন কঠিন বাক্য বা উদ্ধৃতি না দিয়ে নিজের ভাষায় উত্তর লেখার চেষ্টা করো ।অযথা টেনশন করবে না ।সময়ের আগে লেখা শেষ করে খাতা ভালো করে রিভিশন দেবে ।তাতে ভুল ত্রুটি ধরা পড়ে ।আশা করি এবারের মাধ্যমিক টেস্ট পরীক্ষা সবার ভালো হবে। আগাম শুভেচ্ছা রইল।

তোমাদের সুবিধার জন্য কিছু নমুনা প্রশ্ন দেওয়া হলো-

প্রতিটি প্রশ্নের মান এক নম্বর:

1/ ভারতের প্রথম ছাত্রী সংগঠন হলো
1) দিপালী ছাত্রী সংঘ
2) মুক্তি সংঘ
3) সেবা সংঘ
4)পূবালী সংঘ

2/ বুড়িবালামের যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন
1)সূর্যসেন
2)ক্ষুদিরাম
3) বাঘাযতীন
4)ভগৎ সিং

3/ ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর উদ্বাস্তু সমস্যা সম্মুখীন হতে হয়
1)পশ্চিমবাংলাকে
2) উত্তরপ্রদেশকে
3) বিহারকে
4) মধ্যপ্রদেশ কে

4/ জাস্টিস পার্টি গঠিত হয়
1) 1915 খ্রিস্টাব্দে
2) 1 916 খ্রিস্টাব্দে
3) 1917 খ্রিস্টাব্দে
4) 1928 খ্রিস্টাব্দে

5/ নারী কর্ম মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন
1)সরোজিনী নাইডু
2) সরলা দেবী চৌধুরানী
3)উর্মিলা দেবী
4) উষা মেহতা

6/জুনাগড় রাজ্যটি ভারত ভুক্ত হয়
1) 1949 খ্রিস্টাব্দে
2) 1950 খ্রিস্টাব্দে
3) 1951 খ্রিস্টাব্দের
4) 1952 খ্রিস্টাব্দে

7/ লক্ষীর ভান্ডার প্রতিষ্ঠা করেন
1) গিরিজা দেবী
2) সরলা দেবী
3) সরলা দেবী চৌধুরী রানী
4) লাবণ্য প্রভা দেবী

8/ তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক ছিলেন
1) অজয় বসু
2)অজয় মুখোপাধ্যায়
3) সতীশচন্দ্র সামন্ত
4)সুশীল ধারা

9/ ছেড়েআসা গ্রাম স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থটির রচিয়তা
১) দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
2)দক্ষিণারঞ্জন বসু
3) দক্ষিণা রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
4)প্রফুল্ল রায়

10/ দলিতের বিকল্প হিসেবে হরিজন শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন
1) বি আর আম্বেদকর
2) মহাত্মা গান্ধী
3)যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল
4)জ্যোতিবা ফুলে

11/ দক্ষিণ ভারতের বিদ্যাসাগর নামে পরিচিত ছিলেন
1)শ্রী নারায়ণ গুরু
2)গোপাল হরি দেশমুখ
3)বিরসা লিঙ্গম পান্তুলু
4)গোবিন্দ রানাডে

12/ স্বাধীন ভারতের প্রথম ভাষাভিত্তিক রাজ্য হিসেবে গড়ে ওঠে
1)পশ্চিমবঙ্গ
2)গুজরাট
3) অন্ধ্রপ্রদেশ
4) হায়দ্রাবাদ

13/ বাংলায় মতুয়া মহাসংঘ আন্দোলনের নেতা ছিলেন
1)শ্রী নারায়ণ গুরু
2) প্রমথরঞ্জন ঠাকুর
3) বি আর আম্বেদকর
4) জ্যোতিরাও ফুলে

14/ ভাইকম সত্যাগ্রহ সংঘটিত হয়
1) মালাবার উপকূলে
2) কেরালা
3) অন্ধ্রপ্রদেশে
4) তামিলনাড়ুতে

15/ উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে যে চুক্তি হয়
1) গান্ধী আরউইন চুক্তি
2)নেহেরু লিয়াকৎ চুক্তি
3) পুনা চুক্তি
4) সিমলা চুক্তি

16/ ভারতীয় সংবিধানের প্রধান ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়
1) বারোটি ভাষাকে
2)চৌদ্দটি ভাষাকে
3) ষোলটি ভাষাকে 4)আঠারোটি ভাষাকে

17/ রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সভাপতি ছিলেন
1)জহরলাল নেহেরু
2) কে এম পানিক্কর
3) ফজল আলি
4) বল্লভ ভাই প্যাটেল

18/ প্রান্তিক মানব গ্রন্থটির লেখক হলেন
1)মুন্সি প্রেমচাঁদ
2)কৃষ্ণচন্দ্র
3) প্রফুল্ল চক্রবর্তী
4) চৌধুরী খালেকুজ্জামান

19/ রাজ্য পুনর্গঠন আইন পাস হয়
1) 1948 খ্রিস্টাব্দে
2) 1953 খ্রিস্টাব্দে
3) 1956 খ্রিস্টাব্দে
4) 1965 খ্রিস্টাব্দে

20/ ভাষাভিত্তিক প্রদেশ কমিশন গঠিত হয়
1) 1946 খ্রিস্টাব্দে
2) 1947 খ্রিস্টাব্দে
3) 1948 খ্রিস্টাব্দে
4) 1950 খ্রিস্টাব্দে

21/ গণভোটের মাধ্যমে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়
1)হায়দ্রাবাদ
2) জুনাগড়
3) কাশ্মীর
4) গোয়া

22/ জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভানেত্রী ছিলেন
1) সরোজিনী নাইডু
2) মুথুলক্ষ্মী রেড্ডি
3) অ্যানি বেসান্ত
4) বিজয় লক্ষী পন্ডিত

23/ অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন
1) হেমচন্দ্র ঘোষ
2) শচীন্দ্র প্রসাদ বসু
3)বীণা দাস
4)রাসবিহারী বোস

দানবীর অ্যাকাডেমি
ভর্তি চলছে
প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত
শিক্ষাবর্ষ ২০২৪ ● আবাসিক বালক বিভাগ
স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান
আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।
দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ
দানবীর অ্যাকাডেমির অফিসে সত্বর যোগাযোগ করুন
ফর্ম ফিলাপ চলছে
বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন -৭১১৩১২
✆ 9143076708 ✆ 9734387558
ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান

রেজি নং IV-090200224/2015
দানবীর অ্যাকাডেমি
9143076708
9734387558
পরিচালনায়: দানবীর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট
বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া

ক্লাব বিশ্বকাপ ২০২৫

সরাসরি খেলবে সিটি, রিয়াল ও চেলসি

আপনজ ডেস্ক: আগামী বছর থেকে ক্লাব বিশ্বকাপ আরও বড় পরিসরে হবে, খেলবে ৩২ দল, প্রথম আসরটা হবে যুক্তরাষ্ট্রে–এসব আগেই জানা গিয়েছিল। এই ৩২ দলের কোনটা কীভাবে আসবে, সেই পদ্ধতিও গতকাল জানিয়ে দিয়েছে ফিফা। সৌদি আরবের জেদ্দায় রোববার ফিফা কাউন্সিলের সভা শেষে আরও জানানো হয়েছে, আগামী বছরের ক্লাব বিশ্বকাপ ১৫ জুন শুরু হয়ে শেষ হবে ১৩ জুলাই।

ক্লাব বিশ্বকাপে ৩২ টি দল ৮ টি গ্রুপে ভাগ হয়ে খেলবে, প্রতি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুই দল যাবে নকআউট রাউন্ডে। এখনকার ফুটবল বিশ্বকাপও হয় এই ফরম্যাটে।

এখন প্রতিবছর ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ নামে যে টুর্নামেন্ট হয়, সেটি অবশ্য বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে না। এটি চালু থাকবে ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ নামে।

তবে এখন যেমন উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী দল সেমিফাইনাল থেকে এই টুর্নামেন্ট শুরু করে, আগামী বছর থেকে তারা সরাসরি ফাইনালে খেলবে। এ ছাড়া অন্য মহাদেশের চ্যাম্পিয়ন দলগুলো নিজেদের মধ্যে খেলে একটা দল যাবে ফাইনালে।

নতুন ফরম্যাটের ক্লাব বিশ্বকাপে ইউরোপ থেকে খেলবে ১২ টি দল, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ৬টি। আফ্রিকা, এশিয়া, উত্তর আমেরিকা থেকে চারটি করে। ওশেনিয়া থেকে আসবে একটি আর একটি হবে স্বাগতিক দেশের চ্যাম্পিয়ন ক্লাব। এক ক্লাব বিশ্বকাপ থেকে আরেক ক্লাব বিশ্বকাপের মাঝের চার বছরের পারফরম্যান্স অনুযায়ী ক্লাবগুলোকে র‍্যাঙ্কিং করা হবে। সেই র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে ক্লাব বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে ক্লাবগুলো। এই চার বছরের মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়নরা খেলবে সরাসরি।

আগামী বছর হতে যাওয়া প্রথম আসরে ইউরোপ থেকে সরাসরি জায়গা পাবে ২০২১ থেকে ২০২৪ চ্যাম্পিয়নস লিগের জয়ী ক্লাবগুলো। তার মানে চেলসি, রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যানচেস্টার সিটির পাশাপাশি এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী দলেরও যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া প্রথম আসরে খেলা নিশ্চিত। এ ছাড়া র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে আগামী ক্লাব বিশ্বকাপে এরই মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ, পিএসজি, ইন্টার মিলান, পোর্তো ও বেনফিকা।

এক দেশ থেকে দুটির বেশি দল ক্লাব বিশ্বকাপে খেলতে পারবে না, যদি না তারা মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়ন হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আগামী ক্লাব বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড থেকে এরই মধ্যে চেলসি ও সিটি জায়গা করে নিয়েছে। সুতরাং আর্সেনাল যদি আগামী ক্লাব বিশ্বকাপে খেলতে চায়, তাদের অবশ্যই এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে হবে।

হরিহরপাড়ায় বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজ ডেস্ক: রয়্যাল একাডেমী স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। এবারে ৮তম বর্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। সোমবার ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা করেন বিডিও ছেরিং জাম ভুটিয়া। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার হরিহরপাড়া ফুটবল ময়দানে দিনভর খেলাধুলো অনুষ্ঠানে মাতলো ছাত্র-ছাত্রীরা। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মোট ৬৫ টা ইভেন্ট রয়েছে , অংক দৌড়, ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা, অরেঞ্জ দৌড় পটেটো দৌড় প্রতিযোগিতা , মোরগ লড়াই, অভিভাবক দের জন্য আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা রয়েছে। এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অধিকারী দের পুরস্কৃত করা হয়। খেলা পরিচালনার জন্য ছিলেন প্রাক্তন শিক্ষক শিক্ষিকারা। এদিন উপস্থিত ছিলেন হরিহরপাড়া ব্লকের বিডিও ছেরিং জাম ভুটিয়া, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর আলমগীর পলাশ, জেলা পরিষদের সদস্য জিল্লার রহমান, জয়েন্ট বিডিও অমোস তামাং, হরিহরপাড়া থানার আইসি অমিত নন্দী , স্কুলের সম্পাদক মীর মইনুদ্দিন ওরফে লোটাস, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান গৌতম কুমার দাস, পিডিও ইয়াদুল শেখ, হরিহরপাড়া স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক মীর শামসুজ্জোহা সহ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ অভিভাবক অভিভাবিকারা।

আকুনিতে ফুটবল

সেখ আব্দুল আজিম ● চন্ডীতলা

আপনজন: হুগলির আকুনি ওয়াইএমএ ফুটবল ক্লাবের উদ্যগে অনুষ্ঠিত হল এক দিবসীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা। এদিনের এই ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ৮ টি দলের মধ্যে ফাইনাল মাচ খেলার যোগ্যতা অর্জন করে কুমিরমরা তাজ ক্লাব ও অ্যাপেলো নার্সিংহোম শিয়াখালা। ম্যাচ অমীমাংসিত হওয়ায় ট্রাইব্রেকারে গড়ায়। সেখানেও অমীমাংসিত থাকলে টসের মাধ্যমে চ্যাম্পিয়ন হয় কুমিরমরা তাজ ক্লাব। আকুনি ওয়াইএমএ ক্লাবের শতবর্ষ উদযাপন বর্ষে ট্রফি জিততে পেরে দারুণ খুশি কুমিরমরা তাজ ক্লাবের কর্মকর্তারা।

অ্যানফিল্ডে লিভারপুলকে রুখে দিল ইউনাইটেড

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

আপনজন ডেস্ক: লিভারপুল ০-০ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

লিভারপুল ১৩, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ০–আজকের আগে অ্যানফিল্ডে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের সর্বশেষ ৪ ম্যাচে গোলের হিসাব এটি। যেখানে ইউনাইটেডের গোলবন্ধ্যাত্বের বিপরীতে লিভারপুল করেছিল ১৩ গোল।

এর মধ্যে সর্বশেষ ম্যাচে চোখে সর্ষে ফুল দেখেছিল এরিক টেন হাগের দল। ইউনাইটেডকে যে গুনে গুনে ৭ গোল দিয়েছিল লিভারপুল। ইউনাইটেডের যে ছন্নছাড়া দশা, তাতে আজও টেন হাগের দলের বড় পরাজয় দেখছিলেন অনেকে। লিভারপুল ডাচ ফরোয়ার্ড কোডি গাকপো তো রেড ডেভিলদের আজও ৭ গোলে উড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। তবে গাকপো ও তাঁর সতীর্থদের সে আশায় এবার গুড়ে বালি।

না, অ্যানফিল্ডে ইউনাইটেড আজ জেতেনি। নিজেরা কোনো গোল করতে পারেনি। তবে লিভারপুলকেও কোনো গোল করতে দেয়নি। ম্যাচের শেষ দিকে দিয়োগো দালোত লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে ১০ জনের দলে পরিণত হয় ইউনাইটেড।

সমালোচনায় জর্জর ইউনাইটেড গোলরক্ষক আন্দ্রে ওনানা আজ দুর্দান্ত কিছু সেভ করেছেন

সমালোচনায় জর্জর ইউনাইটেড গোলরক্ষক আন্দ্রে ওনানা আজ দুর্দান্ত কিছু সেভ করেছেনএএফপি

তবু দলটির রক্ষণভাগ দৃঢ় লড়াই করে লিভারপুলকে তাদেরই ডেরায় রুখে দিয়েছে। মহারণতুল্য ম্যাচে গোলশূন্য ড্র করায় পয়েন্ট তালিকার দুইয়েই রয়ে গেল লিভারপুল। ইউনাইটেড উঠে এল সাতে।

এমিরেটসে দিনের আগের ম্যাচে ব্রাইটনকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে শীর্ষে উঠে আসা আর্সেনাল অন্তত আরও ৫ দিন চূড়ায় থাকা নিশ্চিত করল।

১৭ ম্যাচে আর্সেনালের পয়েন্ট ৩৯, লিভারপুলের ৩৮। মৌসুমের চমক অ্যাস্টন ভিলারও পয়েন্ট ৩৮। তবে গোল পার্থক্যে পিছিয়ে থাকায় তিনে রয়েছে ভিলা।

আগামী শনিবার অ্যানফিল্ডেই লিভারপুলের মুখোমুখি হবে আর্সেনাল।

বড় জয়ের রাতে রিয়ালের কোচ কার্লো আনচেলত্তির ‘জরুরি অবস্থা’ ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: ৩৮ বছর বয়সী লুকা মদরিচের দারুণ নৈপুণ্যে রিয়াল মাদ্রিদ ম্যাচটা জিতেছে ৪-১ ব্যবধানে। ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে পাওয়া যে জয় রিয়ালকে তুলে দিয়েছে লা লিগার পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে। কিন্তু দিন শেষে তবু অস্বস্তিতে রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। এই ম্যাচেই হাঁটুর এসিএল চোটে ছিটকে গেছেন ডেভিড আলাবা।

এ নিয়ে চার মাসের মধ্যে রিয়াল মাদ্রিদের তিন খেলোয়াড় এসিএল চোটে পড়লেন। বাকি দুজন গোলকিপার থিবো কোর্তোয়া এবং এদের মিলিতাও। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে এত দ্রুত সময়ে একই দলের তিনজনকে এই চোটে পড়তে দেখেননি বলে জানিয়েছেন রিয়াল কোচ। ‘এসিএল থাবা’য় পড়ে রিয়ালকে এখন জানুয়ারির দলবদলেই জরুরি ভিত্তিতে ডিফেন্ডার খুঁজতে হতে পারে বলেও জানান আনচেলত্তি।

সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর ম্যাচটিতে রিয়ালের হয়ে গোল চারটি করেন জুড বেলিংহাম, রদ্রিগো, ব্রাহিম দিয়াজ ও মদরিচ। গোল করার পাশাপাশি মদরিচ একটি গোলে সহায়তাও করেছেন। চোটে পড়া আলাবাকে মাঠ থেকে তুলে নেওয়া হয় ৩৫ মিনিটে। অস্ট্রিয়ান এই সেন্টার ব্যাক জটলার মধ্যে বলের দখল নিতে গিয়ে হাঁটুতে চোট পান।

পরে রিয়াল মাদ্রিদ এক বিবৃতিতে জানায়, ‘কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডেভিড আলাবার বাঁ হাঁটুতে এসিএল ধরা পড়েছে। সামনের কয়েক দিনের মধ্যে তাঁর অস্ত্রোপচার হবে।’ ম্যাচের পর রিয়াল কোচকে আলাবার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ‘ওর সঙ্গে আমার কথা হয়নি। এটা খুবই দুঃখজনক। কারণ, আরও একজন খেলোয়াড় আমরা চোটে হারিয়ে ফেললাম। চার মাসের মধ্যে তিনজন খেলোয়াড়কে এসিএল চোটে পড়তে আমি কখনোই দেখিনি। এটা অবিশ্বাস্য। কিন্তু কিছুই করার নেই।’

আলাবার আগে গত ১৩ আগস্ট লিগের প্রথম ম্যাচে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে এসিএল চোট পান মিলিতাও, যা ব্রাজিলিয়ান সেন্টার ব্যাককে অন্তত ৯ মাসের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে দিয়েছে। মিলিতাওয়ের তিন দিন আগে বেলজিয়ান গোলকিপার কোর্তোয়ারও এসিএল চোটের কথা জানায় রিয়াল। তাঁকেও কয়েক মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে। চলতি মৌসুমের বাকি সময়ের জন্য রক্ষণ শক্তিশালী করতে নতুন খেলোয়াড় দরকার রিয়াল মাদ্রিদের। জানুয়ারির দলবদলে তাই জরুরি ভিত্তিতে ডিফেন্ডার খোঁজা হতে পারে বলে ইঙ্গিতও দিয়েছেন আনচেলত্তি, ‘যেসব গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় চোটে ভুগছে, তাদের বদলি হিসেবে এমন কিছুই একমাত্র উপায়। দেখি সামনের দিনগুলোয় কিছু একটা করা যায় কি না।’

হেভেনে’ চিরন্তন হলেন ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে ম্যাচে চোট থেকে ফিরেছেন অঁরেলিয়ে চুয়ামেনি। এই ফরাসি ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারকে আপাতত রক্ষণে আরও একটু নিচে নামিয়ে খেলানোর কথাও ভাবছেন আনচেলত্তি, ‘আমাদের হাতে চুয়ামেনিই এখন সেরা বিকল্প। এই জায়গাটায় ও খেলে না। কিন্তু জরুরি অবস্থায়, যেটায় আমরা এখন আছি, সে খেলতে পারে। (একাডেমি খেলোয়াড়) মারভেল আমাদের সঙ্গে অনুশীলন করেছে, কিন্তু সেও এখন চোটে। বড়দিনের পরে কিছু করা যায় কি না দেখি।’ রিয়াল মাদ্রিদের পরের ম্যাচ বৃহস্পতিবার আলাভেজের বিপক্ষে।

কামিন্স, রবীন্দ্র, ব্রুক, কোয়েৎজি, হাসারাঙ্গা–আইপিএলের নিলাম মাতাতে পারেন যে তারকারা

TATA IPL AUCTION

আপনজন ডেস্ক: দুবাইয়ে মঙ্গলবার বিশ্বের শীর্ষ ক্রিকেটারদের অনেকের নামই আইপিএল নিলামের হাতুড়ির নিচে যাবে। খেলোয়াড়দের নিলামের ভিত্তিমূল্য ২ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন ডলার হতে পারে, কিন্তু অনেককে কিনতেই ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর এর কয়েক গুণ বেশি অর্থ ব্যয় হবে। এবারের নিলামে আইপিএলের ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজি মিলে নিলামে খরচ করতে পারবে ৩ কোটি ১৫ লাখ মার্কিন ডলার। মার্চে শুরু হতে যাওয়া আইপিএলের পরবর্তী আসরে খেলার জন্য যেসব তারকা ক্রিকেটারদের দাম অনেক বেশি হতে পারে, এমন পাঁচজনের তালিকা তৈরি করেছে সংবাদ সংস্থা এএফপি।

প্যাট কামিন্স, অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়া দলের ঠাসা সূচির কারণে এ বছরের আইপিএলে খেলেননি। এটা যে কত কাজে দিয়েছে, সেটা স্পষ্ট হয়েছে আহমেদাবাদে ভারতের প্রায় এক লাখ সমর্থককে স্তব্ধ করে দিয়ে তাঁর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ার এবারের ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়।

এর আগে ২০১৯ সালের নিলামে ৩০ বছর বয়সী কামিন্সের দাম উঠেছিল ২১ লাখ ৭০ হাজার মার্কিন ডলার। এবারের নিলামে তাঁর ভিত্তিমূল্য সর্বোচ্চ ধাপের, যেটা ২ লাখ ৪০ হাজার। অস্ট্রেলিয়ার তারকা খেলোয়াড়দের মধ্যে নিলামে নাম আছে জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, মিচেল স্টার্ক, স্টিভ স্মিথ ও শন অ্যাবটের।

রাচিন রবীন্দ্র, নিউজিল্যান্ড

ভারতীয় বংশোদ্ভূত নিউজিল্যান্ডের তরুণ তারকা এবারের বিশ্বকাপে ১০৬ স্ট্রাইক রেটে তিনটি শতকসহ ৫৭৮ রান করেছেন। একই সঙ্গে পাঁচটি উইকেটও নিয়েছেন এই অলরাউন্ডার। ২৪ বছর বয়সী বাঁহাতি অলরাউন্ডার রবীন্দ্রর ভিত্তিমূল্য ৬০ হাজার মার্কিন ডলার

হ্যারি ব্রুক, ইংল্যান্ড

ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যান তিন সংস্করণেই সমান তালে রান করে যাচ্ছেন। টি-টোয়েন্টিতে তাঁর স্ট্রাইক রেট ১৪১.৫৪। আগেরবারের নিলামে তাঁকে ১৬ লাখ মার্কিন ডলারে দলে নিয়েছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। এ বছরের শুরুর দিকে হয়ে যাওয়া আইপিএলে একটি শতকও করেছিলেন তিনি। ভারতে সদ্য শেষ হওয়া বিশ্বকাপে অবশ্য ব্যাট হাতে খুব একটা ভালো করতে পারেননি ব্রুক। ৬ ম্যাচ খেলে ২৪ বছর বয়সী ব্রুক করেছেন মাত্র ১৬৯ রান। এরপরও অবশ্য নিলামে তাঁকে ২ লাখ ৪০ হাজার ভিত্তিমূল্যের দলে রাখা হয়েছে।

জেরাল্ড কোয়েৎজি, দক্ষিণ আফ্রিকা

এবারের বিশ্বকাপে নিজেকে খুব ভালোভাবে চেনাতে পারা তারকাদের একজন কোয়েৎজি। ২০ উইকেট নিয়ে এবারের বিশ্বকাপে যশপ্রীত বুমরার সঙ্গে যৌথভাবে চতুর্থ সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হয়েছেন প্রোটিয়া পেসার। ২৩ বছর বয়সী কোয়েৎজির দক্ষিণ আফ্রিকা দলে অভিষেক এ বছরের শুরুর দিকে সেঞ্চুরিয়নে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচ দিয়ে। এরপর তিনি সব সংস্করণেই দক্ষিণ আফ্রিকা দলের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছেন। আইপিএলের নিলামে কোয়েৎজির ভিত্তিমূল্য ২ লাখ ৪০ হাজার ডলার

ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, শ্রীলঙ্কা

ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দলকে উইকেট এনে দিতে পারার সুনাম আছে শ্রীলঙ্কার এই লেগ স্পিনারের। ব্যাট হাতেও দলের প্রয়োজনে জ্বলে উঠতে পারেন ২৬ বছর বয়সী হাসারাঙ্গা। ২০২২ সালে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সঙ্গে ১৪ লাখ ৩০ হাজার মার্কিন ডলারের চুক্তি করেন। এবারের নিলামের আগে অবশ্য তাঁকে ছেড়ে দিয়েছে বেঙ্গালুরু। সাদা বলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৫৮ উইকেট নেওয়া এই অলরাউন্ডার আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে রান তুলেছেন ১২৪ স্ট্রাইক রেটে। চোটের কারণে বিশ্বকাপ খেলতে না পারা হাসারাঙ্গার ভিত্তিমূল্য ১ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার।

বার্সার প্রতিপক্ষ নাপোলি, রিয়ালের লিপজিগ

ROAD TO London 24
ROAD TO London 24

আপনজ ডেস্ক: সুইজারল্যান্ডের নিয়নে অনুষ্ঠিত হল চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোর ড্র। এই ড্রয়ে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি পেয়েছে ডেনমার্কের ক্লাব এফসি কোপেনহেগেনকে। গতবারের রানার আপ ইন্টার মিলানের প্রতিপক্ষ স্প্যানিশ ক্লাব অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ। শেষ ষোলোর লড়াইয়ে লা লিগার চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনার প্রতিপক্ষ ইতালিয়ান লিগের চ্যাম্পিয়ন নাপোলি। চ্যাম্পিয়নস লিগের সবচেয়ে সফল দল রিয়াল মাদ্রিদ। শেষ ষোলোতে ১৪ চ্যাম্পিয়ন রিয়াল প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে জার্মানির আরবি লিপজিগকে। জার্মানির বুন্দেসলিগার চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন মিউনিখ নক আউটের এ রাউন্ডে খেলবে ইতালির লাৎসিওর বিপক্ষে। আর ফরাসি লিগ ওয়ানের বর্তমান শিরোপা জয়ী কিলিয়ান এমবাপ্পের পিএসজির প্রতিপক্ষ স্পেনের রিয়াল সোসিয়েদাদ। এছাড়া পর্তুগিজ ক্লাব পোর্তোর বিপক্ষে খেলবে ইংল্যান্ডের আর্সেনাল। আর জার্মানির বরুশিয়া ডর্টমুন্ড পেয়েছে পিএসভিকে।

প্রথম লেগের খেলা হবে আগামী ১৩, ১৪, ২০ এবং ২১ ফেব্রুয়ারি। আর দ্বিতীয় লেগের খেলাগুলো হবে ৫, ৬, ১২ এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি।

শেষ ষোলোর লাইন আপ

পোর্তো ব্রাম আর্সেনাল
নাপোলি বনাম বার্সেলোনা
পিএসজি বনাম সোসিয়েদাদ
ইন্টার মিলান বনাম অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ
লাওসিও বনাম বায়ার্ন মিউনিখ
কোপেনহেগেন বনাম ম্যানচেস্টার সিটি
লিপজিগ বনাম রিয়াল মাদ্রিদ
পিএসভি বনাম বরুশিয়া ডর্টমুন্ড

একটি উচ্চমানের আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
নাবাবীয়া মিশন
NABABIA MISSION
মাইনান*খানাকুল*হুগলী*পিন-৭১২৪০৬
২০২৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে
আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষিকা চাই
২০২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য আমরা সাফল্যের সহিত ২০০টি সিট করতে পেরেছি, যার মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা বেশি।
২০২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য উচ্চমাধ্যমিক স্তরের জন্য বিষয় ভিত্তিক সমস্ত বিষয়ের আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষিকা,অফিস স্টাফ(কম্পিউটার জানা বাধ্যতামূলক), রিসেপশনিস্ট ও সিকিউরিটি প্রয়োজন।আবেদনের জন্য আমাদের মিশনের নিম্নলিখিত ইমেইল আইডিতে বায়োডাটা পাঠান
ইন্টারভিউ - নভেম্বর।। নিয়োগ - ডিসেম্বরের ২০ তারিখের মধ্যে
সাম্মানিক: থাকা খাওয়া বাদে 10,000/- থেকে 15,000/- পর্যন্ত
বি, দ্রঃ বিভিন্ন বিভাগের আলাদা আলাদা সাম্মানিক
Email:nababiamission786@gmail.com // WhatsApp:9732381000

ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে
গ্রীন মডেল অ্যাকাডেমি (উঃ মাঃ)
(দিলখোস অ্যাকাডেমি) (M.CAT - এর অন্তর্ভুক্ত)
প্রতিষ্ঠাতা ইসহাক মাদানী
বালক (পৃথক পৃথক ক্যাম্পাস) বালিকা
নতুন শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম ফিলাপ চলছে।
একটি উন্নতমানের আদর্শ আবাসিক / ডে-বোর্ডিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
মাধ্যমিকে সাফল্যের কিছু মুখ
Mob : 7001167827, 8145862113, 9832248082, 9647812571
পথ নির্দেশিকা : জঙ্গীপুর-লালগোলা বাস রুটে, মহলদার পাড়া / কৃষ্ণশাইল বাস স্টপেজে নেমে ১ কিমি ত্রিমোহিনী মোড়।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**